সৌদি আরবে তেল ও গ্যাসের আরও সাতটি নতুন খনি আবিষ্কার

সারে-জমিন

প্রিপেইড মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে গ্রাহক বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

একেই বলে ইনসাফ

সম্পাদকীয়

লিস নদীর বাঁধ ভেঙে চান্দা কলোনির বাড়িঘর জলমগ্ন

সাধারণ

ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ড্র করে কলকাতা লিগে যাত্রা শুরু মোহনবাগানের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৩ জুলাই, ২০২৪
১৯ আষাঢ় ১৪৩১
২৬ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 178 ■ Daily APONZONE ■ 3 July 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

গণপিটুনিতে মৃতের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজ্যের

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যে একের পর এক গণপিটুনি ঘটে চলায় উদ্বিগ্ন নবান্ন। অবশেষে গণপিটুনিতে প্রাণহারাদের জন্য চাকরি ও আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। মৃতের পরিবারের এক সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরি ও ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এডিজি মনোজ ভার্মা এ কথা জানান। মঙ্গলবার নবান্নে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক গণপিটুনির ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি পুলিশকে নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেন। থানাগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনসচেতনতার উপরও জোর দিয়েছেন। তার জন্য পুলিশকে সচেতনতার প্রচার চালানোরও নির্দেশ দিয়েছেন।

মুম্বাইয়ের কলেজে এবার ছেঁড়া জিন্স, টি-শার্ট নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: মুম্বাইয়ের চেম্বুর ট্রম্বে এডুকেশন সোসাইটির এন জি আচার্য এবং ডি কে মারাঠে কলেজ হিজাব নিষিদ্ধ করার পর এবার ছাত্রদের ছেঁড়া জিন্স, টি-শার্ট, খোলামেলা পোশাক এবং জার্সি বা এমন পোশাক পরা নিষিদ্ধ করেছে যা ধর্মীয় প্রতীককে প্রকাশ করে বা সাংস্কৃতিক বৈষম্য দেখায়। ২৭ জুন জারি করা কলেজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, ক্যাম্পাসে থাকাকালীন শিক্ষার্থীদের একটি আনুষ্ঠানিক এবং শালীন পোশাক পরা উচিত। শিক্ষার্থীরা হাফ বা ফুল শার্ট ও ট্রাউজার পরতে পারবে। ভারতীয় বা ওয়েস্টার্ন যে কোনও পোশাকেই মেয়েরা পরতে পারেন। এক নোটিশে কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাগৌরী লেলে বলেছেন, কলেজের পড়ুয়ারা নিচতলার কমন রুমে গিয়ে নাকাব, হিজাব, বোরকা, স্টোল, টুপি ইত্যাদি খুলে ফেলতে হবে এবং তাহলেই কেবল কলেজ ক্যাম্পাসে চলাচল করতে পারবে। কলেজ গভর্নিং কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক সুবোধ আচার্য বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের খোলামেলা পোশাক পরতেও নিষেধ করেছি। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

হাথরসে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু শতাধিক

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশের হাথরাস শহরে মঙ্গলবার ধর্মীয় সমাবেশে পদদলিত হয়ে শতাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। হাথরসের মুঘলগড়ী গ্রামে স্থানীয় গুরু ভোলে বাবা ওরফে নারায়ণ সাকর হরির সম্মানে আয়োজিত ‘সৎসঙ্গ’ চলাকালীন এই ঘটনা ঘটে এবং জনতা অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলে পদপিষ্ট হয়ে পড়ে। ভোলে বাবা নারায়ণ হরি, যিনি ওই জমায়েতে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তিনি পলাতক বলে জানা গিয়েছে।

হাথরাসের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আশিস কুমার ৮৭ জনেরও বেশি মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। বেসরকারি ভাবে মৃতের সংখ্যা ১৩০ ছাড়িয়ে গেছে বলে জানা যাচ্ছে।

মর্মান্তিক পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শকুন্তলা দেবী ভোলে বাবার সৎসঙ্গের পরের বিশৃঙ্খল দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তার বিবরণ অনুসারে, ইভেন্টটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিপুল সংখ্যক লোক অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। অসমতল রাস্তার উপরিভাগের ফলে হঠাৎ পদপিষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে হুড়োহুড়িতে লোকেরা একে অপরের উপর পড়ে যায়। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ফলে একাধিক হতাহত ও আহত হন।

কর্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্তী জেলা এটাহ এবং আলিগড় থেকে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছে। হাথরাস, এটাহ, আলিগড়, মথুরা এবং আগ্রার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তীব্র গরমে অনুষ্ঠানস্থলে দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে সমবেত পুণ্যার্থীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। এ সময় পদদলিত হয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এ ঘটনায় আহত হয়ে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তি বলেন, ‘সেখানে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। বের হওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। এর মধ্যেই সবাই একযোগে বের হওয়ার চেষ্টা করলে একজন আরেকজনের ওপর পড়তে থাকে। আমি যখন সেখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করি, দেখি একটি মোটরসাইকেল দাঁড়ানো। পরে কোনোমতে অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের হতে সমর্থ হই।’

পদদলিত হয়ে মৃত্যুর এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

এটাহ এসএসপি রাজেশ কুমার সিং বলেন, মরদেহগুলো এটা হাসপাতাল পাঠানো হচ্ছে স্থানীয় সরকারি চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে এএফপি এ তথ্য জানায়।

হাথরসের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। হাথরসের ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্সে লিখেছেন, ‘হাথরসে মহিলা এবং শিশু-সহ বহু মানুষের মৃত্যুর খবর দুঃখজনক। যাঁরা নিজের পরিজনকে হারিয়েছেন, তাঁদের সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে লিখেছেন, উত্তরপ্রদেশের হাথরসে পদপিষ্ট হয়ে ২৭ জন (২৩ জন মহিলা এবং তিন শিশু)-এর মৃত্যুর খবর শুনলাম। তাঁদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই।’

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। মৃতদের পরিজনকে সমবেদনা জানান তিনি। সেই সঙ্গে সরকার এবং প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেন আহতদের যেন সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ও মৃতদের পরিবারকে সাহায্য করা হোক।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে কেরালায় একটি মন্দিরে হিন্দুদের নতুন বছর উদ্‌যাপনের সময় নিষিদ্ধ আতশবাজি ফুটানোর সময় ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অন্তত ১১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

মধ্য প্রদেশে ২০১৩ সালে একটি মন্দিরের কাছে সেতুতে পদদলিত হয়ে ১১৫ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়ছিল। সে সময় সেখানে ৪ লাখের মতো মানুষ জড়ো হয়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পরেছিল সেতুটি ধসে পড়বে, আর তখনই এই পদদলনের ঘটনা ঘটে।

২০০৮ সালেও রাজস্থানের যোধপুরে পদদলিত হয়ে ২২৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

কে এই ভোলে বাবা যার অনুষ্ঠান হয়ে উঠল মৃতের জতুগ্রহ

আপনজন ডেস্ক: ধর্ম প্রচারক বিশ্ব হরি ভোলে বাবা, যাঁর ‘সৎসঙ্গ’ মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে পদপিষ্ট হয়ে মহিলা ও শিশুসহ শতাধিক মানুষের মৃত্যুর ট্র্যাজেডিতে শেষ হয়েছিল, বিতর্কের জন্য নতুন কিছু নয়। স্থানীয় লোকজন সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরজ পাল বা ভোলে বাবা, যাঁকে তাঁর অনুগামীরা ডাকেন, কাসগঞ্জ জেলার পাতিয়ালি এলাকার বাহাদুর নগরের বাসিন্দা। ১৭ বছর আগে রাজ্য পুলিশের চাকরি ছেড়ে ধর্মপ্রচারক হন। উত্তরপ্রদেশ ছাড়িয়ে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত তাঁর অনুসারী থাকলেও প্রচারক ও তাঁর সহযোগীরা সংবাদমাধ্যম থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন।

এক ভক্তের মতে, ভোলে বাবার কোনও ধর্মীয় পরামর্শদাতা ছিলেন না এবং চাকরি থেকে স্বেচ্ছাসেবী অবসর নেওয়ার পরপরই তিনি দেবতার ‘দর্শন’ পেয়েছিলেন এবং তখন থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি প্রতি মঙ্গলবার তাঁর ‘সৎসঙ্গ’ করতেন এবং হাথরসের আগে তিনি গত সপ্তাহে মৈনপুরী জেলায় একই ধরণের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কোভিড মহামারী চলাকালীন তিনি বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন যখন তিনি ২০২২ সালের মে মাসে ফারুখাবাদ জেলায় একটি সৎসঙ্গের অনুমতি চেয়েছিলেন যাতে মাত্র ৫০ জন উপস্থিত থাকতে পারেন। তবে, মণ্ডলীটি ৫০,০০০ এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা স্থানীয় প্রশাসনের জন্য একটি বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার হাথরাসের অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে ভোলে বাবার সেবায়েতরা গরম ও আর্দ্রতার মধ্যে লোকজনকে অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরোতে বাধা দেয়, যাতে প্রচারক ও তাঁর অনুচররা আগে চলে যেতে পারেন। লোকজনকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে পদপিষ্ট হয়ে যায়।

হাওড়ার খলতপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলপুকুরের পর

আল-আমীন মিশন হেলথ কেয়ারের তৃতীয় কেন্দ্রের উদ্বোধন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায়

আপনজন ডেস্ক: আল আমীন মিশনের অধিকাংশ শাখাই গ্রামীণ এলাকায় হওয়ায় অভিজ্ঞতায় দেখেছি স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সঠিক পরামর্শের অভাব। সেই আত্মিক প্রেরনায় আমরা আমাদের প্রাক্তনী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে ধাপে ধাপে বিভিন্ন শাখায় স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। গত ২০১৭-এর ৩ মার্চ আল-আমীন মিশনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুরে আল-আমীনের স্বাস্থ্য পরিষেবার শুভ সূচনালগ্নে উপরের কথাগুলি বলেছিলেন সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। এভাবেই শুরু হয় ‘আল-আমীন মিশন হেলথ কেয়ার পরিষেবার শুভ উদ্যোগ। তারই ফলশ্রুতিতে ১ জুলাই ডক্টরস ডে-তে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় মিশনের হেলথ কেয়ার পরিষেবার তৃতীয় কেন্দ্রটির আব্দুর রহমান, আমানুল্লা সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন এম নুরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, হেলথ কেয়ারের দ্বিতীয় কেন্দ্র মিশনের বেলপুকুর শাখায় গত ৭ আগস্ট ২০২২ সালে আরম্ভ হয়।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। প্রারম্ভিক ভাষণে এম নুরুল ইসলাম বলেন, হাওড়ার খলতপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলপুকুর ক্যাম্পাসের পরেই এটি তৃতীয় হেলথ কেয়ার ইউনিট।

বেলডাঙ্গা মাইনোরিটি ডেভলাপমেন্ট মিশনের সদস্যগণের সক্রিয়তায় এই কেন্দ্রটির গড়ে ওঠার পেছেন আব্দুর রহমান, আমানুল্লা সাহেব ছাড়াও ডা. আবুল কালাম আজাদের বিশেষ ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ঐতিহ্যশালী মুর্শিদাবাদ জেলার গৌরবময় ইতিহাস বিদ্যমান, কিন্তু কালের নিয়মে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে এই জেলা। আশার কথা মুখ্যত আল-আমীন মিশনের হাত ধরে পশ্চাৎপদ অবস্থার পরিবর্তন ও অবসান হতে চলেছে। কারণ আল-আমীনের প্রাক্তনী মুর্শিদাবাদের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্য ও দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। এলাকার সমস্ত জনগণ যাতে বিশেষজ্ঞ সব চিকিৎসকদের পরিষেবা পান সেই ব্যবস্থারই অংশ এই হেলথ কেয়ার ইউনিট।

তিনি আরও বলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যেভাবে কাজ করে চলেছে, আমরাও সেভাবেই এগোতে আগ্রহী। সেকারণে জেলায় জেলায় আল-আমীন মিশনের বিভিন্ন ক্যাম্পাস সংলগ্ন করেই হেলথ কেয়ার কেন্দ্র গড়ে তুলে শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত হতে চাই। মিশনের পৃষ্ঠপোষক সমাজসেবী আব্দুর রহমান বলেন, এই অঞ্চলে মিশনের তরফে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান আমাদের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল যেটি আজ পূরণ হতে চলেছে। মিশনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সবসময়ই সার্বিকভাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি জানান, বেলডাঙ্গার জমিদাতাদের সবারই লক্ষ্য ছিল মেধাবী পড়ুয়াদের শিক্ষা ও স্থানীয় মানুষজনের জন্য ফ্রি চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান। মানুষের সেবার মাধ্যমেও স্রষ্টার অনুগ্রহ লাভ সম্ভব বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আবুল কালাম আজাদ।

তিনি জানান, এই সেন্টারে যাতে বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণন নিয়মিত পরিষেবা দেন সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মিশনের প্রাক্তন ছাত্র ও বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডা. হুমায়ুন কবির তাঁর স্যর অর্থাৎ এম নুরুল ইসলামের পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কোনও শিশু যাতে চিকিৎসার অভাবে মারা না যায় সেটি মানুষ হিসেবে আমাদের সবারই ভাবা উচিত। সামগ্রিক জাতির উন্নয়নে শিশুদের সুস্থ থাকা জরুরি। অন্যরা এই ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে গেছে। একটু দেরিতে হলেও মিশনের এই সাধু উদ্যোগে সমাজ উপকৃত হবেই বলে আমার বিশ্বাস। অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. ওয়াসিম বারি বিশ্বাস করেন বেলডাঙ্গার এই ছোট উদ্যোগ একদিন চিকিৎসা পরিষেবার বৃহৎ কেন্দ্র হয়ে উঠবে। তিনি নিজেও এই হেলথ কেয়ারে যথাসাধ্য পরিষেবার মাধ্যমে এলাকার মানুষের পাশে থাকবেন বলে জানান।

উপস্থিত ছিলেন সৌদি আরবের জাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক মহম্মদ সোহেল রানা, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আসিফ কামাল, জেনারেল ফিজিসিয়ান ডা. মহ. খলিলুল্লাহ, ডা. সেখ সাবির প্রমুখ মিশনের প্রাক্তনীগণ। অভিভাবক, অভিভাবিকা, স্থানীয় এলাকাবাসী ছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিশন পরিবারের মহ. আলমগীর বিশ্বাস, নাসিমা খাতুন, প্রকৌশলী জাহির আব্বাস, মহ. জাকির হোসেন মণ্ডল, মহ. গোলাম মোর্তজা, শিক্ষিকা সামজিদা খাতুন, সাংবাদিক সুজাউদ্দিন বিশ্বাস প্রমুখ। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা করাতে উপস্থিত হয়েছিলেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই।

হজ্ব উমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও উমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

■ মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

প্রথম নজর

বোলপুর পৌরসভায় বুলডোজার পঞ্চম দিনে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে বোলপুর পৌরসভায় বুলডোজার অভিযান এই অভিযান শুরু হয় বোলপুর ডাঙ্গালী কালিতলা থেকে নিচু পট্টি হয়ে আরতি মোর পর্যন্ত বুলডোজার অভিযান চলে। কিন্তু আজ দেখা গেল অনুব্রত মণ্ডলের নিচু পট্টিবাড়ির সামনে বুলডোজার নিশ্চুপভাবে চলে গেল।
বুলডোজার এক আঁচরও দিতে পারেনি অনুব্রত মন্ডলের বাড়ির সামনে। যদিও দেখা গেল ঠিক সামান্য গিয়ে আবার বুলডোজার তার নিজের ক্ষমতা দেখাতে থাকে। নিচু পট্টি রাস্তায় ধারে কংক্রিট ড্রেন সমস্ত তুলে ফেলা হয়। এছাড়া আরতি মোরে রাস্তার ধারে যে সকল অবৈধ দোকান ঘর নির্মাণ ছিল সেগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়। এই অভিযানে হাজির ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ ভাইস চেয়ারম্যান ওমর শেখ সহ বিভিন্ন বোলপুরে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা।।

আবর্জনায় ভর্তি ধুলিয়ান পুরসভা!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: যত্রতত্র পড়ে রয়েছে আবর্জনা। কোথাও খোলা ড্রেন। আবার কোথাও জমা জল। বর্ষা পড়তেই কঙ্কালসার চেহারা লক্ষ করা গেল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পৌরসভার বিভিন্ন প্রান্তে। বছরের পর বছর রাস্তার উপরেই নোংরা জমা হয়ে পড়ে থাকলেও হুস নেই পৌর কর্তৃপক্ষের। পৌর বাসিন্দাদের অভিযোগ, ধুলিয়ান পৌরসভার ১৫, ১৭, ১৩ নম্বর সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে গিয়েছে। রাস্তার উপরেই পড়ে থাকছে যাবতীয় নোংরা আবর্জনা। দুর্গন্ধে থাকতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। বারবার পৌর কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। এদিকে রাস্তার ওপরেই খোলা ড্রেন থাকায় যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ। ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে ছোট ছোট শিশুরা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কার্যত আতঙ্কে ভুগছেন। শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি ওয়ার্ডেই নয়, ধুলিয়ান পৌরসভার বেশিরভাগ অংশই এই নোংরা আবর্জনা, জল জমার সমস্যা এবং খোলা ড্রেন পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবিলম্বে রাস্তা থেকে নোংরা আবর্জনা সরিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন মানুষ।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দাদার উপর গুলি চালাল ভাই

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: জমি মাপ করে আল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদ, দাদাকে গুলি চালাল ছোট্ট ভাই, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সাহাজাদপুরের তিয়ারপুকুর এলাকায়। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিয়রপুকুর এলাকায় চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে লাল মহম্মদ সেখ।
পরিবার সুত্রে জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে পারিবারিক একটি অশান্তি তৈরি হয়। এরপর জমি মাপ করে নিজের নিজের আল দিতে গিয়ে বিবাদ সৃষ্টি আর সেই কারণেই দাদা লাল মহম্মদ সেখের উপর গুলি চালালো ভাই জয়নাল আবেদিন।
গুরুতর আহত অবস্থায় লাল মহম্মদ সেখ কে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বহরমপুর থানার পুলিশ
এ বিষয়ে লাল মহম্মদ সেখ বলেন, আমার মায়ের জমি মাপ করার জন্য কিছুদিন আগে আমিন আনা হয়েছিল। তার সঙ্গে গ্রামের গন্যমান্য ২০ জন লোক উপস্থিত থেকে যায়গা মাপ করে দেয় । তাতে ভাইয়ের জমির কিছু অংশ আমার অংশে পড়ে। সেদিনই আল দেওয়া হয়েছিল। গতকাল সেই আলা ভেঙে দেয়। আজ সকালে আমি বলতে গিয়ে আমকে গুলি মারে।

জঙ্গলমহলের গ্রামে রেলগাড়ির আদলে তৈরি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকায় রেলপথ নেই, তবে দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের গ্রামে তৈরি হল 'নতুন রেলপথ;। রানিবাঁধের রুদড়া পঞ্চায়েতের নারাণপুর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্র তৈরি হল রেলপথের উপর রেল গাড়ির আদলে। ট্রেনের আদলে অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্র, যা নজর কেড়েছে বাসিন্দাদের। আকর্ষণীয় এই কেন্দ্র আকৃষ্ট করছে এলাকার কচিকাঁচাদের ।সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম রেল কোচের আদলে তৈরি এই কেন্দ্র, যা আলোড়ন ফেলেছে এলাকায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামে কেন্দ্র থাকলেও অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্রের ঘর ছিল না। বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল গ্রামের অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্রের ঘর তৈরির। রানিবাধ ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আরআইডিএফ প্রকল্প থেকে ওই কেন্দ্রের ঘর তৈরি হল। যার ব্যয় বরাদ্দ প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। কংক্রিটের ওই কোচের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুটি দরজা,ভিতরে মাঝে হলঘর ,একপাশে রান্নাঘর , একপাশে শৌচাগার । চত্বরে বসেছে নলকূপ। ব্লক প্রশাসন জানায়,
আরআইডিএফ প্রকল্প থেকে রেল কোচের আদলে ওই কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। সামান্য কিছু কাজ বাকি রয়েছে। মডেল ছাড়াও এলাকার আকর্ষণীয় ওই কেন্দ্র খুব শীঘ্রই উদ্বোধন হবে।বাসিন্দারা বলেন, গ্রামের বাচ্চা থেকে তাঁরা সকলেই খুশি। এলাকায় রেল যোগাযোগ নেই। সেই রেলপথ সহ রেল দেখার স্বাদ মিটছে সকলের। ইতিমধ্যেই পাশাপাশি এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই উৎসুক মানুষজনের আনাগোনা বেড়েছে নারাণপুর গ্রামে। বাইরের প্রচুর মানুষ আসছেন। মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদেরও ভাল লাগছে তারা জানান।
বিষয়টি নিয়ে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের চিত্তরঞ্জন মাহাতো বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকেই বাচ্চারা প্রথম বর্ণপরিচয় শেখে। বাচ্চারা যাতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যেতে পছন্দ করে সেই কথা ভেবেই রানীবাঁধ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আকর্ষণীয়ভাবে রেলের কোচের আদলে তৈরি করা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। দেখলে মনে হবে কোন রেল লাইনের উপর একটি রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতে বাচ্চারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র যেতে আকৃষ্ট হবেন বলে তিনি মনে করেন। তবে এখনো প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হয়নি। কবে থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি চালু হবে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে

গুজরাতের 'মাথা মোটাগুলো' দেখে যান বাংলার মানুষের রক্তের রং লাল: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: গুজরাট থেকে মাথা মোটা গুলোকে কান ধরে টেনে নিয়ে এসে দেখাতে হয় যারা মানুষে মানুষে লড়াই করে তাদের দেখাতে হয় যে দেখ রক্তের রং লাল। কে রক্তটা দিচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কার রক্ত কার দেহ যাচ্ছে কেউ জানে না।
এইখান থেকে বোঝা যায় ভগবান শুধু মানুষ সৃষ্টি করেছে, এইযে ভেদাভেদ, ঝগড়াঝাঁটি ,নোংরামি এইসব আমাদের সৃষ্টি।সল্টলেকের উন্নয়ন ভবনে প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিল পুর ও নগরায়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। নাম না করে বিজেপির গুজরাতের নেতা দের মাথা মোটা বলে কটাক্ষ ও তাদের কান ধরে টেনে নিয়ে এসে বাংলা সংস্কৃতি দেখানোর কথা

বললেন পুরো ও নগরায়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। গুজরাত থেকে মাথা মোটাগুলোকে কান ধরে টেনে নিয়ে এসে দেখাতে হয় যারা মানুষে মানুষে লড়াই করে তাদের দেখাতে হয় যে দেখ রক্তের রং লাল। কে রক্তটা দিচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কার রক্ত কার দেহ যাচ্ছে কেউ জানে না। এইখান থেকে বোঝা যায় ভগবান শুধু মানুষ সৃষ্টি করেছে, এইযে ভেদাভেদ ঝগড়াঝাঁটি নোংরামি এইসব আমাদের। ভগবানকে ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গ অন্তত এটার থেকে আমরা অনেক বাইরে আছি। এই মাথামোটার দল কিছুটা গ্রাস করেছে কিন্তু পুরোটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে পারেনি। তাই এখনো আমরা গর্বের সাথে বলি আমরা মানুষ। মানুষ বলেই মানবিকতার সেবা করছি কাজ করছি সংসার চালাচ্ছি তার সাথে সাথে রক্ত দিচ্ছি।
প্রত্যেক বছর নিয়ম করে আপনারা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেন বৃক্ষরোপন করেন। এইবার থেকে আবার নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন দুটো করে গাছ দত্তক নেওয়ার জন্য এটা একটা অভিনব উদ্যোগ যেটা আপনারা নিয়েছেন।
আমাদের ওপরে একটা অভিশাপ আছে আমরা নাকি সবুজ নষ্ট করে অন্যান্য এসেট ক্রিয়েট করি। ঠিক আমাকে যদি এসটিপি করতে হয় তাহলে ও আমাকে সবুজ নষ্ট করেই করতে হবে, আমাকে যদি ডব্লু টি পি তৈরি করতে হয় তাহলে ও আমাকে তাই করতে হবে, ব্রিজ তৈরি করতে গেলে তাই করতে হবে। কিন্তু এখন যে উদ্যোগটা এসেছে সেটা হচ্ছে গ্রীন ডেভেলপমেন্ট। অর্থাৎ আমি সবুজকে রেখে যতটুকু সবুজ ঘাস বা গাছ নষ্ট করছে তার তিনগুণ আমি সেখানে সবুজান করে আমি ডেভেলপমেন্টের সাথে থাকবো। এবং আপনারা প্রত্যেকেই কম বেশি সেই কাজটা করছেন। কে এমডিএ মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাক তা যেন ইতিহাসে স্থান পায় এই কামনা করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

স্মার্ট প্রিপেইড মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: বিদ্যুতের স্মার্ট প্রিপেইড মিটার লাগানোর বিরুদ্ধে তমলুক কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের প্রায় তিন শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক জেলার বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় বিজলী ভবনে বিক্ষোভ দেখায়। নারায়ন চন্দ্র নায়েক বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ নীতি মেনে রাজ্য সরকার স্মার্ট প্রিপেইড মিটার লাগাতে চাইছে, যে মিটার একটি স্মার্টলি পকেট কাটার যন্ত্রছাড়া আর কিছু নয়।
এরই প্রতিবাদে রাজ্যে সর্বত্র বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠিত করে চলেছে,গ্রাহকদের একমাত্র রেজিস্টার্ড সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)।
তমলুক হাসপাতাল মোড় থেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা বিজলী ভবনের স্টেশন ম্যানেজারের কাছে গণ দরখাস্ত দেওয়ার জন্য প্রতিবাদ

মিছিলে সামিল হন মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ারমতো। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রনব মাইতি,শ্যামল সাবুদ,সনজিত মাইতি প্রমুখের এক প্রতিনিধিদল স্টেশন ম্যানেজারের কাছে দাবি জানায় গ্রাহকরা স্মার্ট প্রিপেইড মিটার চান না।
ফলে তাদের অনুমতি ছাড়া কোথাও স্মার্ট মিটার লাগানো চলবে না। ৪২৫ জন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রতিবাদ পত্র জমা দেওয়া হয়। আগামী দিনে জেলা জুড়ে আরো শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী ১৮ ই জুলাই তমলুক শহরের ব্রহ্মা বারোয়ারি হলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান প্রদীপ দাস,আগামীর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানায়।

এখনও খালি চোখে সরু সুতোর মাছ ধরার জাল বোনেন ৮০ ঊর্ধ্ব বৃদ্ধ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ৮০ বছর বয়সেও খালি চোখে সরু সুতোর মাছ ধরার জাল তৈরি করে এখনো জীবন জীবিকা বৃদ্ধর। বয়সটা ৮০ বছর হলেও এখনো নেই চোখে চশমা, সংসার চালানোর তাগিদে একমাত্র পেশা মৎস্যজীবীর। সারাদিন নদীতে মাছ ধরে অবসর সময়ে সরু লাইলনের সুতো দিয়ে নিপুন কাজের সাথে এখনো তৈরি করে যাচ্ছেন মাছ ধরার জাল। আর তাতেই একমাত্র জীবন জীবিকা ৮০ বছর বয়সী সুবোধ সরকারের। শান্তিপুর ব্লকের বেলঘড়িয়া দুই নম্বর পঞ্চায়েতের গভরচর এলাকার নদী তীরবর্তী এলাকায় প্রায় দুই হাজার পরিবারের বসবাস। কমবেশি প্রত্যেকেই মৎস্যজীবীর কাজের সাথে যুক্ত। বলা যেতেই পারে ৮ থেকে ৮০ প্রত্যেকেই এই কাজ করেন। কেউ বাড়িতে বুনছেন মাছ ধরার জাল কেউ আবার নৌকা নিয়ে সারাদিন নদী থেকে মাছ ধরছেন,কিন্তু মাত্র ৮ বছর বয়সে পরিবারের দায়িত্ব মাথায় এসে বসে ৮০ বছর বয়সী সুবোধ সরকারের। তারপর থেকেই মৎস্যজীবীর কর্মজীবন শুরু, বাড়িতে রয়েছে নাতি-নাতনি দুই ছেলে,তবুও এখনো অনটন যায়নি সংসারে। বার্ধক্য জনিত কারণে এখন আর তিনি নদীতে মাছ ধরতে যেতে পারেন না।নদী তীরবর্তী জায়গায় ছাউনিতে বসে এখনো খালি চোখে বুনে চলেছেন জাল। ২৩ বছর বয়সী আনন্দ বিশ্বাস বলেন,তার বাবা ঠাকুর দাদার আমুল থেকে এই মাছ ধরার জাল তৈরির ব্যবসা,তাই অন্য কোন কাজের প্রতি আগ্রহ না বাড়িয়ে আনন্দ বিশ্বাস এই জাল তৈরির কাজে লিপ্ত হয়েছেন। জানান, শুধু নদিয়া নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই মাছ ধরার জাল চলে যায়, পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ থাকলেও আর্থিক অনটনের কারণে বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারেননি। গ্রামের এক গৃহবধূ অনিতা বিশ্বাস বলেন,নদী থেকে মাছ ধরায় এই গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারের এখন জীবন জীবিকা। বছরে দুই একবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসলে তখন অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হয়, শুরু হয় নদীর পাড় ভাঙ্গন। নদীতে জল বেড়ে গেলে মৎস্যজীবীর কাজ বন্ধ থাকে বেশ কিছুদিন। সেই কারণে অনেকেই ভিন রাজ্যে কর্মসূত্রে চলে যায়। যদিও সুবোধ সরকার বলেন, রাজ্য সরকারের মৎস্যজীবীদের প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আমাদের জীবন জীবিকা তার নির্ভর করে চলেছে।

দ্বীনিয়াতের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: বাঁকুড়া জেলা দ্বীনিয়াত মুনাযযম মক্তবের ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থের প্রতি নজর রাখতে ও রক্তদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে আজ সকাল নয়টা থেকে বিকাল পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের উদ্যোগে ও পিয়ারবেড়া আয়শা সিদ্দিকা দ্বীনিয়াত মুনাযযম মক্তবের পরিচালনায় পিয়ারবেড়া দাড়িপাড়ায় অনুষ্ঠিত হল একটি স্বাস্থ্য শিবির তারই সাথে রক্তদান শিবিরেরও আয়োজনকরা হয়। সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সেখ মিজানুর রহমান ও ডাঃ সেখ আব্দুর রহমান।এছাড়াও আয়োজক ও পরিচালকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের জিম্মাদার মুফতি আহসানুল্লাহ,হাফিজ আশরাফ আলী, হাফিজ ফারুক আবদুল্লাহ, হাফিজ রবিউল ইসলাম, পিয়ার বেড়া মক্তবের মোয়াল্লিম (শিক্ষক) মুফতি ফারুক আহমেদ, মক্তব জিম্মাদার খেতাবুল ও মক্তব সভাপতি মনোয়ার হোসেন, বদরুল আলম এবং সফিউর রহমান প্রমুখ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে রক্তদান শিবিরে প্রায় ৬০ জন রক্তদান করেছেন। বড়জোড়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে মক্তবের সমস্ত ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এর মাধ্যমে মক্তবের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সহ গ্রামবাসীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সম্পত্তি লিখে নিতে বাবা ও মাকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: অভিযোগ পুত্র ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদহের উচ্ছেপোতায়। ঘটনায় আক্রান্ত বৃদ্ধ পিতা ও মাতা নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে।
খেয়াদহের উচ্ছেপোতার বাসিন্দা দুলাল সিংহ ও শান্তি সিংহ। সম্পতির প্রায় সবটাই ছেলেদের লিখে দিলেও বসতবাড়ি এখনও নিজেদের নামেই রেখেছেন তারা ।আর সেই বসতবাড়িও যাতে লিখে দেওয়া হয় তারজন্য বাবা ও মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ মেজ ছেলে লখাই সিং ও তার স্ত্রী মেনকা সিং এর বিরুদ্ধে। বার্ধক্যজনিত নানান অসুখে আক্রান্ত দুলাল সিং । এই অবস্থায় তার সাথে অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি প্রতিবেশী এক পরিবারকে ডেকে নিয়ে এসে বাবা ও মায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতন করার অভিযোগ। ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে ছেলে ও বৌমার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সন্তানরা দিনের পর দিন বৃদ্ধ পিতা মাতাকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করায় সমাজে উদ্বগ বাড়ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হরিশ মুখার্জি রোডে গাছ ভেঙে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: হরিশ মুখার্জি রোডে গাছ ভেঙে বিপত্তি। রাস্তার উপরেই বিশাল বড় গাছের অংশ পড়ে যায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির পিছনের অংশে। ট্যাক্সিতি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সময় ট্যাক্সির চালক গাড়িতে ছিলেন না, নয়তো তারও প্রাণহানি ঘটতে পারতো এমনটাই বলছেন ওই ট্যাক্সির চালক। চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা। গ্যাস কাটার দিয়ে গাছের অংশ কাটা হচ্ছে, রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ চলছে। এই ঘটনায় একজন সাইকেল আরোহী আহত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মগরাহাট শ্যুট আউট কাণ্ড সাজানো!

নকীব উদ্দিন গাজী ● মগরাহাট

আপনজন: শ্যুট আউট কান্ডে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর তথ্য। মগরাহাটে ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা সাজানো নাটক ব্যবসায়ীর। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনলো পুলিশ।
মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন দে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, জয়নগর এলাকার বাসিন্দা অশোক ছাটুই মগরাহাটে মাইতির হাটে শুর বাড়িতে থাকতেন।
বিভিন্ন সময় চাকরি দেওয়ার নাম করে এলাকা থেকে টাকা তুলেছিলেন বেশ কিছু মানুষের কাছ থেকে।
সেই দেনা থেকে বাঁচতে গত সোমবার রাতে শ্যুট আউটের ঘটনা সাজিয়ে নাটক করেন এবং ৭ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা রটানো হয়, পুলিশের তদন্তে এমনটাই উঠে আসে । এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনের সাহায্য ও নেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি মিথুন কুমার দে । পুলিশ কয়েকজনকে তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অশোক ছাটুয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য যোগাড় করে।
তবে এই ঘটনার পেছনে আর কি কি কারণ রয়েছে তার তদন্ত চালাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার মগরাহাট থানার পুলিশ।

আধার কার্ডের লিংক করাতে গিয়ে পোস্ট অফিস থেকে চুরি গেল সাইকেল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার শান্তিপুরে আধার কার্ডে লিংক করাতে গিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে এক কলেজ ছাত্রীর সাইকেল চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য,তদন্তে পুলিশ।
মঙ্গলবার দুপুরে এক কলেজ ছাত্রীর সাইকেল চুরি করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা শান্তিপুর থানার কাশ্যপ পাড়া সংলগ্ন পোস্ট অফিসের ভেতর থেকে ঘটে ঘটনা। স্মৃতি প্রামাণিক শান্তিপুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, পোস্ট অফিসে গিয়েছিলেন বিশেষ কিছু কাজের

জন্য,সাইকেল রেখে কাজ মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখে তার গোলাপি রঙের লেডি বার্ড নতুন সাইকেলটি নেই। এরপরেই হতবাক হয়ে পড়ে স্মৃতি উদাস হয়ে শান্তিপুর থানায় গিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ।গত কয়েক মাস ধরেই এলাকায় ঘটে গেছে একাধিক চুরির ঘটনা,কখনো মোটরবাইক, কখনো সাইকেল,কখনও আবার ছিনতাই। পুলিশ সক্রিয়তা ভূমিকা পালন করে বেশ কিছু দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে।
চুরির সংখ্যা এখনো কমছে না, তাহলে কি আরো জাল বিছিয়ে রয়েছে। এখন দেখার কত তাড়াতাড়ি এই কলেজ ছাত্রীর সাইকেলটি উদ্ধার হয়।

২১ শে জুলাই উপলক্ষে মেগা রক্তদান শিবির

সেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গ্রীষ্মকালীন রক্তসংকট মোচনে খয়রাশোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের আয়োজনে এবং পান্ডবেশ্বর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের পরিচালনায় ও আসানসোল জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের টেকনিশিয়ানদের সহযোগিতায় মঙ্গলবার খয়রাশোলে নবনির্মিত তৃণমূল কার্যালয়ে স্বেচ্ছায় মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে মহিলা পুরুষ মিলে প্রায় ১০০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সকল রক্তদাতাদের হাতে শংসাপত্রের পাশাপাশি রক্তদান বিষয়ক সচেতনতা মূলক শ্লোগান সম্বলিত গেঞ্জী তুলে দেওয়া হয়।বর্তমান যুব সমাজ সহ সকল স্তরের মানুষদের কাছে আহ্বান জানানো হয় স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার। রক্তদান শিবিরের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে তোলা এবং বুথ স্তর পর্যন্ত শিবির করার লক্ষ্যে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনের মধ্যে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান উদ্যোক্তারা ।শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ,তৃণমূলের রাজ্য যুব সম্পাদক দেবব্রত সাহা,খয়রাশোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির আহ্বায়ক মৃনালকান্তি ঘোষ এবং সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন দে। এছাড়াও ছিলেন খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর, জেলা পরিষদ সদস্যা কামেলা বিবি, ব্লক তৃনমূল নেতৃত্ব সেখ জয়নাল, কেনিজ রাসেদ, প্রান্তিকা চ্যাটার্জী, রুনু সিংহ, রজত মুখার্জী সহ তৃণমূলের নেতা কর্মীরা।

প্রথম নজর

৫৪ উমরাহ কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করল

আপনজন ডেস্ক: গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে ৫৪ উমরাহ কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। এরমধ্যে আরব ও ইসলামিক দেশের ১৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মঙ্গলবার (২ জুন) এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ।

গত মাসে সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় হজ পালন করতে এসে অনেক হজযাত্রী মারা যান। এদের মধ্যে অনেকে সৌদি আরবে ভ্রমণ ভিসায় এসে হজ পালন করেন। আর এসব হজযাত্রীদের নিয়ম ভঙ্গে সহযোগিতা করে অনেক ট্রাভেল এজেন্সি। যার ফলে এবার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সৌদি সংবাদমাধ্যম আল ওয়াটন জানিয়েছে, অনেক কোম্পানি সৌদি আরবের নিরাপত্তা এজেন্সির সঙ্গে মিলে নীতি ভঙ্গ করেছে।

অসমর্থিত সূত্রের বরাদ দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি জানায়, এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকে মানবপাচারের সঙ্গেও জড়িত। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নেই। ফলে তারা অবৈধভাবে অনেককে উমরাহ ভিসা দিয়েছে।

সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ বিষয়ক উপমন্ত্রী আব্দুল ফাতাহ মাসাত সম্প্রতি উমরাহ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন উমরাহ মৌসুম নিয়ে আলোচনা করেছেন। গত মাসে সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় ১৮ লাখ মুসল্লি পবিত্র হজ পালন করেন। এরপর থেকেই উমরাহ পালনের মৌসুম শুরু হয়েছে।

সৌদি আরবে তেল ও গ্যাসের আরও সাতটি নতুন খনি আবিষ্কার

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে তেল ও গ্যাসের আরও ৭টি নতুন খনি আবিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং আর রুব আল খালি বা এম্পটি কোয়ার্টারে এসব তেল ও গ্যাসক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া গেছে।

সোমবার (১ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে আরব নিউজ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরবের জ্বালানিমন্ত্রী দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং এম্পটি কোয়ার্টারে সাতটি তেল ও গ্যাসের মজুদ আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন বলে সৌদির রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদসংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সি সোমবার জানিয়েছে।

যুবরাজ আবদুল আজিজ বিন সালমান বলেছেন, সৌদি আরামকো 'দুটি অপ্রচলিত তেলক্ষেত্র, হালকা আরবীয় তেলের একটি আধার, দুটি প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র এবং দুটি প্রাকৃতিক গ্যাসের আধার' আবিষ্কার করেছে। এর মধ্যে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে দুটি অপ্রচলিত তেলক্ষেত্র এবং একটি ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্যদিকে এম্পটি কোয়ার্টারে দুটি প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র এবং দুটি ভান্ডার পাওয়া গেছে।

মূলত খনিজ তেলের বিপুল ভান্ডার রয়েছে সৌদি আরবে। তবে এর সঙ্গে সেখানে পাওয়া যায় অন্য খনিজ পদার্থও। এমনকি স্বর্ণের খনিও সৌদিতে নতুন নয়। গত বছরের ডিসেম্বরের শেষে দিকে মক্কা অঞ্চলে বিপুল সম্ভাবনাময় সোনার খনি আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছিল দেশটি।

এসব খনিকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে বহু শিল্প গড়ে উঠেছে। এর আগে ২০২২ সালে মদিনা শহরে সোনা এবং তামার খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের আশা, একের পর এক এই আবিষ্কারের ফলে সৌদির খনি শিল্পের চেহারা বদলে যেতে পারে।

এছাড়া সৌদির এসব খনি এবং তেল ও গ্যাসক্ষেত্র বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে আগামী দিনগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে কোটি কোটি ডলার বিদেশি বিনিয়োগ আসতে পারে।

ফ্রান্সে উগ্র ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে ঐক্যের উদ্যোগ

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সে গত রোববারের নির্বাচনে আরএন দলের সাফল্যের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণের আগে ঐক্যের চেষ্টা করছে মধ্য ও বামপন্থী শিবির। উগ্র ডানপন্থিদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে অনেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করছেন। গত মাসে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে নিজের দলের ভরাডুবি ও উগ্র ডানপন্থী শিবিরের জয়ের পর আচমকা আগাম সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। কিন্তু তার সেই কৌশলে কাজ হয়নি। গত রোববার প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে আবার ভালো ফল করেছে উগ্র ডানপন্থী 'রাসঁব্লে নাসিওনাল' বা আরএন দল। তবে কোনো শিবির সরাসরি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার ভোটগ্রহণ হবে।

ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনে এই দ্বিতীয় সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আসছে বাকি দলগুলো। উগ্র দক্ষিণপন্থি শক্তির উত্থান রুখতে তারা মতবিরোধ ভুলে ঐকবদ্ধ হয়ে ভোটারদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এবারও সেই চেষ্টা শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থি শিবির ও বাম দলগুলোর জোট সোমবার সংসদ নির্বাচনের আগামী ৭ জুলাই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের জন্য রণকৌশল স্থির করার উদ্যোগ শুরু করেছে। রোববারের নির্বাচনে বাম শিবির দ্বিতীয় ও ম্যাক্রোঁর শিবির তৃতীয় স্থান দখল করেছে। একাধিক জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, বিরোধী ঐক্য সম্ভব হলে আরএন দল ২৮৯ আসনে জয়লাভ করে সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। রোববার ফল প্রকাশের পর ম্যাক্রোঁ উগ্র দক্ষিণপন্থিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণতান্ত্রিক জোট গড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে প্রার্থীরা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহার করার সুযোগ পাচ্ছেন। সংবাদসংস্থা এএফপির সূত্র অনুযায়ী, ইতোমধ্যেই মধ্যপন্থি ও বাম শিবিরের দেড়শোরও বেশি প্রার্থী সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আরএন দল ভোটারদের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পর্যায়েও জোরালো সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সংসদে ৭৬টি আসনে চূড়ান্ত ফল স্থির হয়ে গেছে। বাকি আসনগুলো দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে দলটি।

কাঙ্খিত ফল পেলে ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাসে এই প্রথম কোনও উগ্র দক্ষিণপন্থি দল ক্ষমতায় আসবে। ম্যাক্রোঁ ২০২৭ সাল পর্যন্ত নিজের কার্যকাল শেষ করলে তাকে এমন এক সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্পের দায়মুক্তিকে 'বিপজ্জনক নজির' বললেন বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আংশিক দায়মুক্তি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, এই রায় মার্কিন বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে 'বিপজ্জনক নজির' স্থাপন করেছে এবং সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে দেশের জন্য 'ক্ষতিকর' হয়ে উঠছে।

হোয়াইট হাউসে দেওয়া এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জো বাইডেন বলেন, এই দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই মূলনীতির ওপর, যেখানে সবাই আইনের সামনে সমান। কোনো রাজা নেই এখানে, প্রেসিডেন্টও আইনের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই রায় দেখাচ্ছে যে একজন ব্যক্তি, যিনি ক্যাপিটল হিলে হামলার জন্য অনুসারীদের পাঠিয়েছিলেন, তিনি দায়মুক্তি পাচ্ছেন। এটি দেশ ও জনগণের জন্য ক্ষতিকর। সুপ্রিম কোর্টের উচিত এই রায়ের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করা।

নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২০ সালের নির্বাচনেও তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তবে সে সময় ট্রাম্প ছিলেন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা চলছে ২০২০ সালের নির্বাচন বাতিলের চেষ্টা, ক্যাপিটল হিলে হামলায় উসকানি, পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ প্রদান, কর ফাঁকি, এবং রাষ্ট্রের গোপন নথি সরানোর অভিযোগে। এর মধ্যে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের জেলা আদালতে কর ফাঁকি ও সম্পদের তথ্য গোপন করার ঘটনায় ইতোমধ্যে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৩৪টি অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সেসব অভিযোগের বিচারকাজও চলছে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নেতৃত্বে ৬ জন বিচারপতির একটি বেঞ্চের দেওয়া রায়ে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট পদে থাকাকালীন ট্রাম্পের দাপ্তরিক অপরাধমূলক পদক্ষেপের জন্য তিনি দায়মুক্তি পাবেন। তবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে যে সব অপতৎপরতায় তিনি যুক্ত ছিলেন, সেগুলোর জন্য তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

এই রায়ের ফলে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র, ক্যাপিটল হিলে হামলার উসকানি, এবং রাষ্ট্রের গোপন তথ্য সরানোর অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাগুলো ফের নিম্ন আদালতে ফিরে যাবে।

ইমরান খানকে গ্রেপ্তার আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে স্বৈরাচারীভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেনশন। এছাড়া ইমরানকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ারও দাবি জানিয়েছে জাতিসংঘের সংস্থাটি। গতকাল সোমবার প্রকাশিত এক মতামতে এ তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপটি।

মঙ্গলবার (২ জুলাই) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।

প্রকাশিত মতামতে সংস্থাটি জানিয়েছে, 'ইমরানের আটকের উপযুক্ত প্রতিকার হবে তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাকে ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণের একটি কার্যকর অধিকার প্রদান করা।'

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, 'ইমরান খানকে আটকের কোনও আইনি ভিত্তি ছিল না এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে আটক করা হয়েছিল। শুরু থেকেই, সেই প্রসিকিউশনটি আইনের ভিত্তিতে ছিল না।'

সংস্থাটি বলে, 'ইমরান খানের আইনি সমস্যাগুলো তার এবং তার দল পাকিস্তান তেহরি-ই-ইনসাফের (পিটিআই) বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর দমন অভিযানের অংশ ছিল। এতে আরও বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে, ইমরান খানের দলের সদস্যদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করা হয়েছিল এবং তাদের সমাবেশগুলোকে ব্যাহত করা হয়েছিল।

ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেনশন জাতিসংঘের হলেও পাঁচজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দলটির মতামত শোনা বা মানা বাধ্যতামূলক না। জাতিসংঘের এই ওয়ার্কিং গ্রুপ চলতি বছরের ২৫ মার্চ এই মতামত প্রকাশ করলেও এটি জনসমক্ষে আসে গতকাল সোমবার।

এদিকে পাকিস্তান সরকার এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। দেশটির নির্বাচন কমিশন ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

কেনিয়ায় সরকার বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক সংঘর্ষ, নিহত ৩৯

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় সরকারের করনীতির প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন চলছে। এটিকে কেন্দ্র করে রাজধানী নাইরোবিতে গত এক সপ্তাহে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ৩৯ জন। আহত হয়েছেন আরো অন্তত ৩৬১ জন। এছাড়া এখনো নিখোঁজ আছেন অন্তত ৩২ জন।

গত মঙ্গলবার থেকে এ পর্যন্ত আন্দোলন ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে ৬২৭ জনকে।

কেনিয়ার মানবাধিকার সংস্থা দ্য কেনিয়া ন্যাশনাল কমিশন অন হিউম্যান রাইটস (কেএনসিএইচআর) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে এ তথ্য নিশ্চত করে বলেছে, দেশটির তরুণ প্রজন্ম আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

গত মঙ্গলবার প্রায় সব ধরনের পণ্যের ওপর কর বৃদ্ধিসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস হয় কেনিয়ার পার্লামেন্টে। প্রস্তাবটি পাসের সঙ্গে সঙ্গেই পার্লামেন্ট চত্বরসহ পুরো নাইরোবিতে শুরু হয় বিক্ষোভ। আন্দোলনকারীরা পার্লামেন্ট চত্বরের একটি পুলিশ বক্সে আগুন ধরিয়ে দেন, বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি শুরু করে পুলিশ।

আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটোর পদত্যাগ, যিনি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। সেই নির্বাচনের পর থেকেই কেনিয়ায় দিন দিন রাজনৈতিক বিভক্তি তীব্র হয়ে উঠেছে।

রোববার কেনিয়ার সরকারি টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন উইলিয়াম রুটো। সেই ভাষণে তিনি বলেছেন, আন্দোলনে এ পর্যন্ত ১৯ জন নিহত হয়েছেন। তবে তাদের মৃত্যুর জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দায়ী নয়, নিজেদের মধ্যে সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার কারণে প্রাণ হারিয়েছেন তারা।

ভাষণে রুটো আরো বলেছেন, আপাতত নিকট ভবিষ্যতে পদত্যাগ করার কোনো প্রকার ইচ্ছা বা পরিকল্পনা তার নেই।

কেএনসিএইচআর জানিয়েছে, রোববারের ভাষণ সম্প্রচারের পর থেকে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন বিক্ষোভকারীরা। তারা এখন ভাঙচুরের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ভবনে অগ্নিসংযোগও শুরু করেছেন।

সেই সঙ্গে দেশজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার ডাকও দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। কেনিয়ার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো ভরে উঠেছে 'সব জায়গা দখল করো', 'রুটোর বিদায় চাই', 'বাজেট দুর্নীতিবাজদের বাতিল করো' প্রভৃতি হ্যাশট্যাগে।

আফ্রিকা মহাদেশের হাতে গোণা যে কয়েকটি দেশ রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল, সেসবের মধ্যে কেনিয়া ছিল অগ্রসারিতে; কিন্তু সরকারবিরোধী আন্দোলন ও তার তীব্রতা সেই স্থিতিশীলতাকে অনেকখানি নড়বড়ে করে দিয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষকরা।

মেক্সিকোয় দুই মাদক চক্রের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে দু'টি মাদক চক্রের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছে। যাদের মধ্যে চারজন গুয়াতেমালান নাগরিক। গত শুক্রবার (২৮ জুলাই) রাজধানী মেক্সিকো সিটির দক্ষিণাঞ্চলীয় চিয়াপাস রাজ্যে গুয়াতেমালার সীমান্তবর্তী লা কনকর্ডিয়া পৌরসভায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

সোমবার এক বিবৃতিতে দেশটির জন নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে একটি পণ্যবাহী ট্রাক পাওয়া গেছে, যার ভেতর ১৬ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং অন্য তিনজনকে গাড়ির বাইরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তদন্তে বলা হয়েছে, মেক্সিকোর অন্যতম শক্তিশালী 'সিনালোয়া' এবং 'চিয়াপাস ও গুয়াতেমালা' নামে মাদকচক্রের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বলেছে, দু'টি গ্রুপ 'সীমান্ত এলাকার অপরাধ জগতের নিয়ন্ত্রণ' নিয়ে লড়াই করছে। বেসরকারি সংস্থা ইনসাইট ক্রাইম অনুসারে, এ অঞ্চলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে মাদক, অস্ত্র এবং অভিবাসীদের পাচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রুট।

মেক্সিকান সরকার গুয়াতেমালার সাথে দেশের দক্ষিণ সীমান্তকে শক্তিশালী করতে অতিরিক্ত ১২ শ' নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

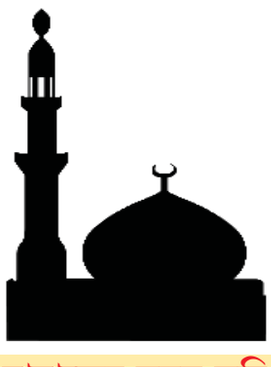

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৪	৪.৫৬
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.৩০	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

মন্ত্রিসভায় রদবদল করলেন এরদোগান

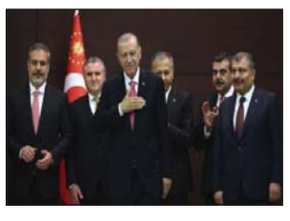

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের মন্ত্রিসভায় রদবদল করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান নতুন দুই মন্ত্রী নিয়োগের পর এই রদবদল ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার সকালে তুরস্কের মন্ত্রীসভার সরকারি গেজেটের মাধ্যমে এই রদবল করা হয়েছে। ডেইলি সাবাহর বরাত দিয়ে হুরিয়াত এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। তুর্কি সরকারি গেজেটে বলা হয়েছে মুরাত কুরুমকে পরিবেশ, নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আবারো ইসরায়েলে মুহুর্মুহু রকেট হামলা

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজায় চলমান যুদ্ধের মাঝে ইসরায়েলের বিভিন্ন প্রান্তে মুহুর্মুহু রকেট হামলা চালানো হয়েছে। সোমবার ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদ অবরুদ্ধ ঐ উপত্যকা থেকে রকেট হামলা চালায়। খবর রয়টার্সের। ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র শাখা জানায়, ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী শত্রুর অপরাধের প্রতিক্রিয়ায় গাজা সীমান্ত লাগোয়া ইসরায়েলি কয়েকটি সম্প্রদায়ের দিকে রকেট নিক্ষেপ করেছে তাদের যোদ্ধারা।

অন্যদিকে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, গাজা থেকে ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে প্রায় ২০টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে এ হামলায় কোনো হতাহত হয়নি। এদিকে এই হামলার মাধ্যমে গোষ্ঠীটি ৯ মাস ধরে চলা যুদ্ধের পরও ইসরায়েলে হামলা চালাতে সক্ষম, সেটি ফুটে উঠেছে। আর ইসরায়েল বলেছে, ইসরায়েলের জন্য হুমকিস্বরূপ ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা তাদের লক্ষ্য। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি বসতির বাসিন্দারা বলেছেন, তারা ইসরায়েলি ফোন নম্বরগুলো থেকে বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত কিছু ক্ষুদেবার্তা পেয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হতে পারে ইসরায়েলি বাহিনী ওই এলাকায় ফিরে আসবে। কারণ কয়েক সপ্তাহ আগে এলাকাটি ছেড়ে চলে গেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ইউরোপের মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে 'উচ্চ সতর্কাবস্থা' ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা ঘাঁটিগুলোতে উচ্চ সতর্কাবস্থা জারি করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন।

স্থানীয় সময় সোমবার এই সতর্কাবস্থা জারি করা হয়।

পেন্টাগনের মুখপাত্র সাবরিনা সিং সাংবাদিকদের বলেছেন, আমি গোয়েন্দা মূল্যায়নের বিষয়ে কোনো কথা বলব না...তবে এটি ইউরোপীয় থিয়েটারে অবস্থানরত (নিরাপত্তা) পরিষেবা সদস্যদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে সম্ভাব্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন অনেকগুলো কারণে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সাবরিনা সিং আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর ইউরোপীয় কমান্ড আমাদের নিরাপত্তা পরিষেবা সদস্যদের, তাদের পরিবার ও আমাদের অবকাঠামোর জন্য সতর্কতা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। ইউরোপে চলমান উয়েফা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ও আসন্ন অলিম্পিক গেমসের সঙ্গে এই উচ্চ সতর্কাবস্থা জারির কোনো সম্পর্ক আছে কি না—এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাবরিনা সিং আরো বলেন, আপনারা ইউরোপে চলমান অনেক বড় ইভেন্টের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্যই বিষয়টি একটি কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। এটি অনেকগুলো কারণের একটি।

হামাসের সামরিক সক্ষমতা প্রায় শেষ: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: গাজায় হামাসের সামরিক সক্ষমতা প্রায় শেষ করে ফেলেছে বলে দাবি করছে ইসরায়েল। সোমবার রাতে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এই তথ্য জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের এই প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, আমরা হামাসের সন্ত্রাসী বাহিনীকে নির্মূল করার কাজের শেষের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এবং হামাসের অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে হামলার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। এরইমধ্যে আমরা হামাসের সামরিক সক্ষমতা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। হামাসকে নির্মূলের লক্ষ্য নিয়ে টানা প্রায় ৯ মাস ধরে অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতম হামলায় প্রায় পুরো এখন গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ হামলায় এখন পযর্ন্ত নিহত হয়েছেন প্রায় ৩৮ হাজার মানুষ। এছাড়া এই হামলায় আহত হয়েছেন আরো ৮৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি। এ ছাড়া গাজার হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৭৮ সংখ্যা, ১৯ আষাঢ় ১৪৩১, ২৬ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

নির্বাচনোত্তর সহিংসতা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা যেন ললাটের লিখনে পরিণত হইয়াছে। নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটে, নির্বাচনের পরও এই সকল দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহিংসতা অব্যাহত থাকে। বৃহত্ গণতান্ত্রিক দেশের একটি অঙ্গরাজ্যসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে এমন সংঘাত-সংঘর্ষ নূতন কিছু নহে। তবে অধিকাংশ দেশে নির্বাচনের কিছুদিন পর তাহা স্তিমিত বা বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু কোনো কোনো দেশে তাহা সহজে বন্ধ হয় না, বরং তাহার জের মাসের পর মাস এমনকি বত্সরের পর বত্সর ধরিয়া চলিতে থাকে।

সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের একটি মানবাধিকার সংগঠন জানাইয়াছে যে, চলতি বত্সরের জানুয়ারি হইতে মে পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসে দেশটিতে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দ্বন্দ্বে নিহত হইয়াছেন ৩৩ জন। তাহাদের মধ্যে ২৭ জনই ক্ষমতাসীন দলের লোক। অবশ্য এই হিসাবে সেই দেশটির বাহিরে নিহত ও বহুল আলোচিত একজন সংসদ সদস্যকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। তাহাকে ধরিলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইবে ২৮ জন। এই সময় দেশে মোট রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটিয়াছে ৩৯৩টি। ইহাতে আহত হইয়াছেন ৩ হাজার ২২৪ জন। আরো উল্লেখ্য যে, ৩৯৩টি রাজনৈতিক সহিংস ঘটনার ২০১টিই হইয়াছে ক্ষমতাসীন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে, যাহাদের অধিকাংশই আবার কোনো না কোনোভাবে সেই ক্ষমতাসীন দলটির সহিত সম্পৃক্ত। জাতীয় নির্বাচনের পর কয়েক স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও দেখা গিয়াছে তাহা অংশগ্রহণমূলক হয় নাই। প্রধান প্রধান বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করিলেও নির্বাচনোত্তর সহিংসতার হেতু কী? ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল সহিংসতা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কোন্দল ও কলহের বহিঃপ্রকাশ। ইহাতে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হইতেছেন। কেহ নির্বাচনে না আসিলে অন্যের জন্য মহাসুযোগ তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ইহার পরও অভ্যন্তরীণ মারপিট চলিতেছে কেন? বিশেষত যখন কোনো ক্ষমতাসীন দলে সুবিধাবাদী ও অনুপ্রবেশকারীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়, তখন সংগত কারণে সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা দেখা দেয়। কেননা তাহারা আসলে সেই দলের লোক নহেন, তাহারা বর্ণচোরা ও মুখোশধারী; কিন্তু এই নূতনরা যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানো এবং নিজ নির্বাচনি এলাকাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগেন। এই জন্য নির্বাচনের পরপরই নিজ দলের প্রতিপক্ষদেরও ঝাঁটাইয়া ও পিটাইয়া বাহির করিয়া দিতে চাহেন। যেইভাবে ও যেই পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা নির্বাচিত হইয়াছেন, নির্বাচনের পরও তাহাদের সেই একই সদম্ভ বিচরণ ও আচরণ চলিতে থাকে। এখানে অন্য দলগুলির নির্বাচন না করিবার কারণ হইল, তাহাদের দাবি—নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হইতে হইবে। তবে অন্যরা বয়কট করিবার কারণে তাহাদের বয়কট করিবার কি কোনো কারণ রহিয়াছে? তাহাদের বিশ্বাস, নিজেদের মতো নির্বাচন করিয়াও তাহারা ঠিকই উতরাইয়া যাইতে পারিবেন; কিন্তু যাহারা একবার ফ্রাংকেনস্টাইনের মনস্টারের জন্ম দেন, সেই দানব নিজ প্রভুকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। আজি হইতে ২০০ বত্সর পূর্বে ঔপন্যাসিক মেরি শেলি অল্প বয়সে লিখেন ‘ফ্রাংকেনস্টাইন :অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস’ নামে একটি ভৌতিক উপন্যাস ও কল্পকাহিনি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন সুইডিশ তরুণ বিজ্ঞানী যাহার নাম ড. ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইন। যিনি সৃষ্টি করেন একটি মনস্টার বা দানব। শেষ পর্যন্ত এই দানবের হস্তে তাহার স্রষ্টার নির্মম মৃত্যু হয়। এত বত্সর পরও তাহার এই চরিত্রটি বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যাহারা ক্ষমতাসীন থাকেন, তাহারা এই সকল দানব তৈরি করিয়া ভাবেন তাহারা তাহাদের লোক; কিন্তু এই দানবরাই একদিন তাহাদের করুণ পরিণতি ডাকিয়া আনে।

তৃতীয় বিশ্বে এইভাবে যেই সকল মনস্টারের জন্ম হইয়াছে, তাহারা আজ বুক ফুলিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ভাবখানা এই যে—তাহারা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্পর্শকাতর বিভাগের সাহায্যে কীভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই ব্যাপারে অন্য কেহ কিছুই জানেন না। অথচ তাহাদের ব্যাপারে আইনের শাসন কাজ করিলে এবং দল ও সংগঠন হইতে কার্যকর পদক্ষেপ লওয়া হইলে এমন পরিণতি দেখিতে হইত না বিশ্ববাসীকে।

এদিকে খেই হারানো বাইডেন, ওদিকে স্বৈরাচার ট্রাম্প

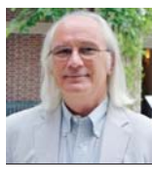

বিতর্কের দিন রিপাবলিকান শিবির খুবই উল্লসিত ছিল। বিতর্কের পর তারা মনে করছে, ভোটের সব শেষ হয়ে গেছে। তারা বলছে, টিভি বিতর্কে বাইডেনের লক্ষ্য ছিল একটাই। সেটা হলো, ৮১ বছর বয়সে এসেও তিনি যে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য শারীরিকভাবে ঠিক আছেন, এটি প্রমাণ করা। কিন্তু তাতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। রিপাবলিকানদের এই ধারণায় অনেক আমেরিকানই একমত হবেন। তবে বিতর্কে ট্রাম্পের কাছে বাইডেনের ধরাশায়ী হওয়ার বিষয়টি দোদুল্যমান ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। লিখেছেন **সাইমন টিসডাল...**

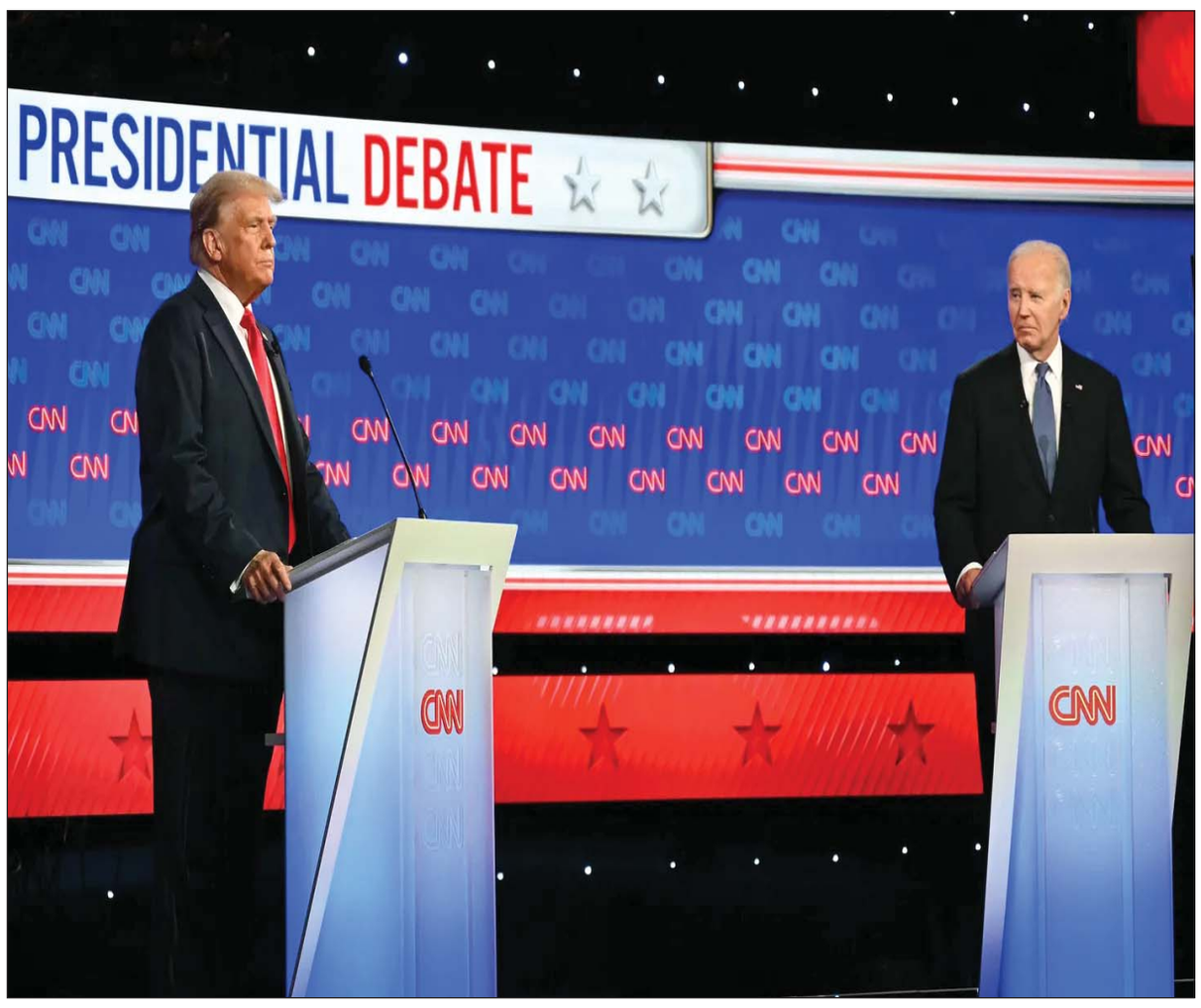

টিভি বিতর্কে জো বাইডেন কী বলেছেন, সেটি বড় ব্যাপার ছিল না, তিনি কীভাবে বলেছেন, সেটাই মুখ্য বিষয়। তাঁর গলার স্বর ছিল খুব দুর্বল। বারবার তিনি কথার খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি কী বিষয়ে কথা বলছেন, তা–ও বারবার ভুলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে অতি বার্ধক্যজর্জর দুর্বল মানুষ মনে হয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম টিভি বিতর্কে অংশ নেওয়ার পর বাইডেন এমনই বিব্রতকর ও বিপর্যয়কর অবস্থার মুখে পড়েছিলেন।

বিতর্কের পর মিত্র ও শত্রু উভয় শিবির থেকে উত্তপ্ত সমালোচনার ঝড় বাইডেনের সাদা চুলের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এই বিতর্কে তাঁর যে নাজেহাল অবস্থা হয়েছে, তা সত্যিই বেদনাদায়ক ছিল।

বিতর্কের দিন রিপাবলিকান শিবির খুবই উল্লসিত ছিল। বিতর্কের পর তারা মনে করছে, ভোটের সব শেষ হয়ে গেছে। তারা বলছে, টিভি বিতর্কে বাইডেনের লক্ষ্য ছিল একটাই। সেটা হলো, ৮১ বছর বয়সে এসেও তিনি যে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের জন্য শারীরিকভাবে ঠিক আছেন, এটি প্রমাণ করা। কিন্তু তাতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। রিপাবলিকানদের এই ধারণায় অনেক আমেরিকানই একমত হবেন। তবে বিতর্কে ট্রাম্পের কাছে বাইডেনের ধরাশায়ী হওয়ার বিষয়টি দোদুল্যমান ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

বিতর্কের পর অনেকেই বলছেন যে বাইডেনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে প্রচণ্ড আত্মগৌরবে ভুগতে থাকা একগুঁয়ে বাইডেনকে বসিয়ে দেওয়ার যেকোনো চাপ তিনি প্রতিহত করবেন। তিনি কিছুতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবেন না।

ডেমোক্র্যাটদের প্রথম সারির নেতারা যে মুখ ফুটে বাইডেনকে সরে দাঁড়াতে বলবেন, সেটিও কারও পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তবে পরিস্থিতি পাল্টে যেতেও পারে। আমেরিকার জন্য এটি নিঃসন্দেহে তীব্র নির্বাচনী সংকটের একটি মুহূর্ত। তবে বাইডেন ও ডেমোক্র্যাটদের পুনর্নির্বাচনের আশাকে কবর দেওয়ার আগে বিশ্বের একটু বিরতি নেওয়া ও গভীর শ্বাস নেওয়া উচিত।

বিতর্কের গোলমালের মধ্যে ট্রাম্পের নিজের জঘন্য পারফরম্যান্সও ঢাকা পড়ছিল। তাঁকে যতটা না প্রেসিডেন্টের মতো দেখাচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি দেখাচ্ছিল শিকারির মতো। তাঁকে যতটা না প্রার্থী মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি ঘৃণ্য উত্পীড়ক মনে হচ্ছিল।

বিতর্ক অনুষ্ঠানটি শুধু যে ট্রাম্পের অপরিবর্তিত চরিত্র ও অসংলগ্ন আচরণকেই সামনে আনেনি বরং এটি আমেরিকার সংবিধানের সেই সব ত্রুটি তুলে ধরেছে, যা ট্রাম্পের মতো নিচু স্তরের লোককে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পদ স্পর্শ করতে সক্ষম করেছে। সুতরাং বলা যায়, এই সংকটের জন্য ট্রাম্প একা দায়ী নন, আমেরিকার সাংবিধানিক কর্মপদ্ধতিও এর জন্য দায়ী।

তিনি কোনো ধরনের সংকোচ ছাড়াই অবলীলায় একের পর এক মিথ্যা বলে গেছেন। তাঁর কাছে সব নীতিই হলো কুসংস্কার। মানুষটি যে কত বিপজ্জনক, তার সময়োপযোগী অনুস্মারক হয়ে রইল এই বিতর্ক।

ট্রাম্পের আক্রমণ ও আঘাতগুলো বাস্তবতাবিবর্জিত ভিত্তিহীন বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি দাবি করেন যে বাইডেন দুর্নীতিগ্রস্ত এবং চীনের কাছ থেকে তিনি নাকি পয়সাকড়ি নিয়েছেন। কিন্তু এ কথার সমর্থনে তিনি কোনো প্রমাণ হাজির করেননি।

ট্রাম্প বলেন, অবৈধ অভিবাসীদের ঢেউ অভূতপূর্ব মাত্রায় ‘আমাদের নাগরিকদের ওপর আছড়ে পড়ছে এবং আমাদের হত্যা করছে’। এই কথাও ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। ট্রাম্পের সবচেয়ে হাস্যকর বক্তব্য ছিল, বাইডেন নাকি রাশিয়াকে ইউক্রেনে হামলা চালাতে ‘উৎসাহিত’ করেছিলেন। অথচ সবাই জানেন যে ট্রাম্প বরাবরই ভ্লাদিমির পুতিনের প্রশংসা করে থাকেন। সবাই জানেন, ট্রাম্প পুতিনের মতোই স্বৈরশাসক হতে চান।

এই বিতর্ক দুটি জিনিস প্রমাণ করেছে। একটি হলো, বাইডেন প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতার দৌড়ে টিকে থাকার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম করছেন। একটি দুঃখজনক ও বিব্রতকর অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর এবং নিঃস্বার্থ অবস্থানে নিজেকে ধরে রাখার যে বোধ তাঁর থাকার কথা ছিল, সেটার অভাব দেখা যাচ্ছে।

আরেকটি বিষয় হলো, নীতি ও যোগ্যতার ঘাটতিতে ভোগা ট্রাম্প হলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি নির্বাচিত হওয়ার জন্য কোনো কিছুরই পরোয়া করবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি যদি ওভাল অফিসে ফিরে যান, তাহলে তিনি অবধারিতভাবে প্রতিহিংসার রাজত্ব কায়েম করবেন।

এই বিতর্ক আমাদের দেখিয়েছে যে ট্রাম্পকে নিয়ে আবারও গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মিথ্যাচার, অপরাধ, গণতন্ত্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, দুর্বৃত্তায়ন ও বর্ণবাদী অভিবাসনবিরোধিতা উত্তরোত্তর প্রকাশিত হয়েছে।

২০২০ সালে ট্রাম্প পরাজিত হওয়ার পর উদারপন্থীদের মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছিল এবং তাঁদের ওপর একধরনের আত্মতুষ্টি ভর করেছিল।

কিন্তু জরিপ দেখাচ্ছে যে তিনি বেশ জোরেশোরেই ফিরে এসেছেন।

সত্যি বলতে, আদতে তিনি কখনোই দূরে যাননি। অনেকটা জোর দিয়ে বলা যায়, নভেম্বরের নির্বাচনটি যদি আজ অনুষ্ঠিত হতো, তাহলে সম্ভবত ট্রাম্পই জয়ী হতেন।

তবে ট্রাম্পের ফিরে আসার প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে বুঝতে হলে তাঁর হোয়াইট হাউসে থাকাকালীন সবচেয়ে বেশি সময় ধরে তাঁর চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করা জন কেলির সাক্ষ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসে ছিলেন, তখন প্রতিদিন খুব কাছ থেকে তাঁকে জন কেলি দেখেছেন।

কেলি তাঁর সাবেক বস ট্রাম্প সম্পর্কে বলেছেন, ‘নারী, সংখ্যালঘু, ধর্মপ্রচারক খ্রিষ্টান, ইহুদি, কর্মজীবী পুরুষ-নারী এমনকি অনাগত জীবনের বিষয়ে তাঁর অবস্থান সত্যনিষ্ঠ নয়।’ কেলি বলেন, ‘আমেরিকা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। তিনি স্বৈরাচারী ও খুনি স্বৈরশাসকদের প্রশংসা করেন এবং আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আমাদের সংবিধান ও আইনের শাসনের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নেই।’

বিতর্ক অনুষ্ঠানটি শুধু যে ট্রাম্পের অপরিবর্তিত চরিত্র ও অসংলগ্ন আচরণকেই সামনে আনেনি বরং এটি আমেরিকার সংবিধানের সেই সব ত্রুটি তুলে ধরেছে, যা ট্রাম্পের মতো নিচু স্তরের লোককে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পদ স্পর্শ করতে সক্ষম করেছে। সুতরাং বলা যায়, এই সংকটের জন্য ট্রাম্প একা দায়ী নন, আমেরিকার সাংবিধানিক কর্মপদ্ধতিও এর জন্য দায়ী।

বিতর্কের আগে থেকেই বাইডেনের অবস্থা নড়বড়ে ছিল। গত সপ্তাহের একটি জরিপে ট্রাম্প জাতীয় পর্যায়ে তিন পয়েন্ট এগিয়ে ছিলেন।

সাতটি কি সুইং স্টেটেই তিনি এগিয়ে ছিলেন। বাইডেনকে এগিয়ে আসতে হলে নভেম্বরের মধ্যে ছোটখাটো একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটতে হবে।

তবে বাইডেনের বিকল্পটি একেবারেই ভয়ংকর। এক পণ্ডিত যেমন বলেছেন, ভোটারদের এখন একজন বৃদ্ধ ও একজন বাটপার—এই দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে।

ডেমোক্র্যাটদের প্রথম সারির নেতারা যে মুখ ফুটে বাইডেনকে সরে দাঁড়াতে বলবেন, সেটিও কারও পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তবে পরিস্থিতি পাল্টে যেতেও পারে। আমেরিকার জন্য এটি নিঃসন্দেহে তীব্র নির্বাচনী সংকটের একটি মুহূর্ত। তবে বাইডেন ও ডেমোক্র্যাটদের পুনর্নির্বাচনের আশাকে কবর দেওয়ার আগে বিশ্বের একটু বিরতি নেওয়া ও গভীর শ্বাস নেওয়া উচিত। বিতর্কের গোলমালের মধ্যে ট্রাম্পের নিজের জঘন্য পারফরম্যান্সও ঢাকা পড়ছিল। তাঁকে যতটা না প্রেসিডেন্টের মতো দেখাচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি দেখাচ্ছিল শিকারির মতো। তাঁকে যতটা না প্রার্থী মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশি ঘৃণ্য উত্পীড়ক মনে হচ্ছিল। বিতর্ক অনুষ্ঠানটি শুধু যে ট্রাম্পের অপরিবর্তিত চরিত্র ও অসংলগ্ন আচরণকেই সামনে আনেনি বরং এটি আমেরিকার সংবিধানের সেই সব ত্রুটি তুলে ধরেছে, যা ট্রাম্পের মতো নিচু স্তরের লোককে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পদ স্পর্শ করতে সক্ষম করেছে। সুতরাং বলা যায়, এই সংকটের জন্য ট্রাম্প একা দায়ী নন, আমেরিকার সাংবিধানিক কর্মপদ্ধতিও এর জন্য দায়ী।

তবে বাইডেনের বিকল্পটি একেবারেই ভয়ংকর। এক পণ্ডিত যেমন বলেছেন, ভোটারদের এখন একজন বৃদ্ধ ও একজন বাটপার—এই দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে।

সাইমন টিসডাল দ্য অবজারভার-এ পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশ্লেষক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

একেই বলে ইনসাফ

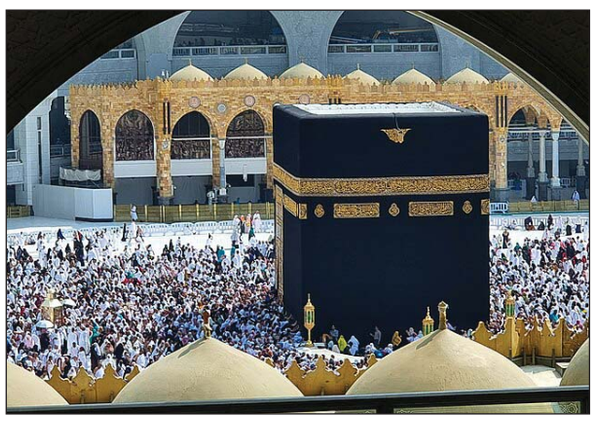

ইসহাক মাদানি

৪০ হিজরী মোতাবেক ৬৬১ খৃষ্টাব্দের কথা হজরত আলি তখন মুসলিম জাহানের খলিফা।

সন্ত্রাসী খারেজী গ্রুপের এক ব্যক্তি (যার নাম আব্দুর রহমান বিন মুলজেম) ফযর নামাযের সময় হজরত আলির মাথায় বিষ মাখানো তলওয়ার মারে। অপরাধী সংগে সংগে ধরা পড়ে। তৎক্ষনাৎ মুসলিমগণ উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যোত হয়।

এমতাবস্থায় মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে হজরত আলি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন-“ আমি এখনো জিন্দা আছি, আমার জীবিত অবস্থায় হত্যা তথা কিসাস হতে পারে না, আমার মৃত্যুর পর বিচার মূলে ওর সাজা হবে, এখন নয়। ”

এরপর তিনি দুদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যান্তে হজরত হাসান খলিফা নির্বাচিত হন এবং বিচার মূলে আব্দুর রহমান বিন মুলজেম এর মৃত্যুদন্ড হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয়- মাথার আঘাতে মৃত্যু অবধারিত জেনেও হজরত আলি খলিফা হিসাবে নির্দেশ দেন মৃত্যুর পূর্বে অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড নয় আর তাঁর সে হুকুম কড়ায় গুন্ডায় পালন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী খলিফার হুকুমে বিচার মূলে তাঁর মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করা হয়। এ হল ইসলামী আইন ব্যবস্থা। ফলে ইসলামী আইন মোতাবেক আদালতের বাইরে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত কোনো প্রকার অপরাধের সায়েস্তা করার ইখতিয়ার আমজনতার নেই। যদি কেউ করে তবে ইখতিয়ার বহির্ভূত কর্মের জন্য সে অপরাধী। অপরাধের বিচার আদালত করবে। প্রত্যেক দেশের আইন বহি তথা constitution আছে। সে দেশের প্রজা অপরাধ করলে কোর্ট কাচারি আছে প্রশাসন আছে। অপরাধের বিচার কোর্ট মাধ্যমে হবে। জনতা অপরাধের বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়ে সহযোগীতা করতে পারে। উপযুক্ত বিচারের দাবী জানাতে পারে তার বেশী নয়। যে রকমই অপরাধ হোক – যেনা হোক বা ব্যভিচার –অপরাধী ভেবে কেউ তাকে মারবে পিটবে আর জনতা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে এটা অপরাধ। আবার চুরি হোক বা ডাকাতি, কেউ কাউকে চোর বললেই লাঠি সোটা নিয়ে পিটিয়ে মারতে মারতে মেরেই ফেলবে এটা অপরাধ। ট্রেনে হোক বা জনপদে হোক বিনা বিচারে মানুষ মানুষকে মারবে এর চাইতে বন্য আচরণ আর কি হতে পারে ?

আপন কণ্ঠ

মোবাইল কোম্পানিগুলির রিচার্জ প্ল্যান কম করা সময়ের দাবি

আধুনিক যুগে মোবাইল ছাড়া কার্যত গতিহীন আমাদের জীবন।

মোবাইল আজকাল নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন। স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থী, গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি স্তরের, প্রতিটি পেশার গণ মানবের যোগাযোগ তথা প্রাত্যহিক বিভিন্ন কার্যক্রমে মোবাইল অপরিহার্য।

বর্তমানের ডিজিটাল সময়ক্ষণে মোবাইল সামাজিক যোগাযোগের এক অনন্য মাধ্যম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৈক্ষিক বিভিন্ন কার্যক্রম সহ, অফিস আদালতেও মোবাইল সহযোগী। সর্বোপরি মোবাইল বর্তমান মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উপরন্তু গত করোনাকালে শৈক্ষিক ও কার্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম সাকুল্য অনলাইন নির্ভর হয়ে পড়ে। বিশেষত শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠন মোবাইল - অনলাইন নির্ভর হওয়ার উপরিও বিষয়টি বহুল প্রভাব ফেলে। উপরন্তু উপায়ন্তর না থাকায় অনলাইন

শিক্ষণ শিখনকে খুব প্রমোট করা হয়। ফলে এখন স্কুল কলেজের স্বাভাবিক পঠন পাঠন সচল হলেও শিক্ষার্থীরা অনলাইন -ইন্টারনেট কে সহযোগি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে অভ্যস্ত। সর্বোপরি বর্তমানে অত্যাবশ্যক বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক মাধ্যম যেমন হোয়াটসাপ, ফেসবুক, মেল-ইমেল, গুগল, আদি ইন্টারনেট নির্ভর।

এদিকে সমূহ টেলিকম কোম্পানি মোবাইল রিচার্জ ও ডাটা প্ল্যান যাচ্ছেতাই ভাবে বাড়িয়েছে। যা দুর্বিষহ। ভাবনীয় বিষয় হলো, আমরা উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ বেকার মানুষ এবং সিংহভাগ দেশবাসী দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী। উপরন্তু দেশের শিক্ষার্থীদের এক বড় অংশ পিছপড়া গরীব পরিবারের, যারা শিক্ষাখাতে স্কুল কলেজের খরচাদি যেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। এহেন অবস্থায় দেশের টেলিকম কোম্পানিগুলোর রিচার্জ প্ল্যান বাড়ানো নির্যাতনের সমান। উল্লেখ্য,পূর্বতন অনাকাঙ্ক্ষিত মোবাইল রিচার্জ প্ল্যানে মানুষ যখন তিতিবিরক্ত তখন অতি সম্প্রতি দেশের বহুল প্রচলিত কোম্পানি জিও ও এয়ারটেল যাচ্ছেতাই ভাবে নতুন প্ল্যান ঘোষণা করেছে। জিও-র প্ল্যান আগামী ৩ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। এহেন অবস্থায় দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। দেশের সর্বত্র চরম উষ্মা, উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রশ্ন ওঠছে, টেলিকম কোম্পানি সমূহ সুযোগ নিচ্ছে।

যাই হোক বেকারত্বের আঁতুড়ঘর ও উন্নয়নশীল ভারতের জন মানবের সুবিধার্থে টেলিকম কোম্পানি সমূহের রিচার্জ প্ল্যানগুলো কমানো সময়ের দাবি। এনিয়ে আমি গত ১জুলাই লোকসভার সম্মানিত স্পীকার ওঁম বিড়লা স্যারকে অবগত করি ও রিচার্জ প্ল্যান সমূহ কম করণে সরকারী তরফে আশু পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানালে স্যার আমাকে আশ্বস্ত করেন। তাই স্যার কে নিরন্তর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সেই সাথে সমূহ টেলিকম কোম্পানির ইন্টারনেট পরিষেবা কাঙ্ক্ষিত মানের নয়। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট পরিষেবা সমূহ যথেষ্ট উন্নতকরণের উপরিও সরকারি টেলিকম কোম্পানি বিএসএনএল কে সম্পূর্ণ সক্রিয়করণ একান্ত জরুরি।

এহেন অবস্থায় দেশের সম্মানিত সমূহ এমপি, মন্ত্রীগণের ঝেড়ে কাশা ও মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গণদাবি। আশা করি সবাই সক্রিয় ভূমিকা নেবেন ও শ্রদ্ধাস্পদ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সদর্থক সৃষ্টিশীল প্রয়াসে উক্ত সমস্যা অচিরেই নিরশন হবে ও সরকারী সদর্থক পদক্ষেপে টেলিকম কোম্পানি সমূহের রিচার্জ প্ল্যানের লাগাম টানা হবে। আমরা আমজনতার প্রত্যাশা পূরণে “সবকা সাথ,সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাসের “ মূল হোতা সম্মানিত মোদিজির সরকার আশু পদক্ষেপ নিয়ে বাধিত করবে। জয় হিন্দ।

মহবুবুর রহমান

ইনচার্জ, আইএইচআরএসিএস ইন্ডিয়া, অসম

প্রথম নজর

বেহাল রাস্তায় নৌকা নামিয়ে বিক্ষোভ কাবিলপুর গ্রামে

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীর কাবিলপুরের রাস্তা বেহাল। ভোগান্তি শত শত মানুষের। দীর্ঘদিনের সমস্যা কাবিলপুরের প্রায় ৮ কিলোমিটার বেহাল রাস্তায় চলাচল নিয়ে। সোমবার বৃষ্টি হতেই ছোট নদীতে পরিণত হয় এই রাস্তা, আর সেখানেই স্থানিয়রা ছোট নৌকা নামিয়ে বিক্ষোভ দেখান। অন্যদিকে কাবিলপুর তেঘরী পাড়ায় মাল বোঝাই ট্রাক্টর উল্টে ঘটে বিপত্তি। বন্ধ হয়ে পড়ে প্রায় চার ঘন্টা রাস্তা চলাচল, যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে বহু মানুষ, একাধিক যানবাহন। স্থানীয়দের দাবি বার-বার জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কেন শুরু হচ্ছে না কাবিলপুরের রাস্তার সংস্কারের কাজ তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কাবিলপুরের মানুষজন। কিছুদিন আগেই সাগরদিঘীর কাবিলপুর মথুরাপুরে আসেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান। সেখানেও তিনি কথা দেন দ্রুত শুরু হবে কাবিলপুরের রাস্তা সংস্কারের কাজ। কিন্তু নেমে এলো বর্ষা একের পর এক দুর্ঘটনা , আবার কোথাও ছোট নদীতে পরিণত হচ্ছে কাবিলপুরের রাস্তা। নাজেহাল এলাকার মানুষ। কখন শুরু হচ্ছে কাজ সেটাই এখন দেখার বাকি।

প্রেস ক্লাব, গাছ গ্রুপের উদ্যোগে বৃক্ষ বিতরণ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাব ও গাছ গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানের সেহারা বাজার বাসস্ট্যান্ডে বৃক্ষ বিতরণ ও সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এইখান থেকে ৪০০ গাছ পথচারীদেরকে প্রদান করা হয়। মাধ্যমিকে অষ্টম স্থান অধিকারী ইন্দ্রানী চক্রবর্তী ও উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থান দখল কারী আফরিন মন্ডলকে এই মঞ্চ থেকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন সিআইসি তপন বসাক, খন্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা, জামালপুরের বিধায়ক অলক মাঝি, রায়নার ওসি পুষ্পেন্দু জানা, সেহারা ট্রাফিক গার্ডের ওসি প্রদীপ পাল, সেহারা আউটপোস্টের আইসি কৃপা সিন্ধু ঘোষ, গাছ মাস্টার নামে খ্যাত অরূপ চৌধুরী, দক্ষিণ দামোদর প্রেস ক্লাবের সভাপতি বৈদ্যনাথ কোনার, সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন প্রমুখ।। সিআই তপন বসাক দক্ষিণ দামোদর প্রেস ক্লাব ও গাছ গ্রুপকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে অরূপ চৌধুরী বলেন পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের আরো অনেক পথ আগিয়ে চলতে হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণ দামোদর প্রেসক্লাবের সম্পাদক সফিকুল ইসলাম।

শ্রুতি সাহিত্যের কবিতা উৎসবে কবি সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত ২৯ জুন, শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে শ্রুতি সাহিত্য পত্রিকার বাৎসরিক কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০০ কবি সাহিত্যিক কে বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয়। তার মধ্যে কবি সুচিত চক্রবর্তীকে সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়। কবি রাহুল ভট্টাচার্য্য, নিমাই চন্দ্র ঘোষ, সফিউল্লা নাইয়া, সেঁজুতি গোস্বামী, হিমেন্দু দাস, তরুণ কান্তি মন্ডল, সন্ধ্যা মন্ডল(দুয়ারী), সরজ ভট্টাচার্য, লক্ষণ কুন্ডু, চৌধুরী মোকিম,পার্থ দাস বৈরাগ্য, কামাল হাসান,অভিনব বিশ্বাস,সীমন্ত বিশ্বাস সকলকে কলম চক্র সম্মান প্রদান করা হয়। প্রদান করা হয় সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মান - মুস্তাক আহমেদ, রাজীব সেখ, দীপঙ্কর চৌধুরী, রাহুল বোস, অর্ণব দত্ত, সহদেব দোলুই আরো অনেকে প্রদান করা হয়।

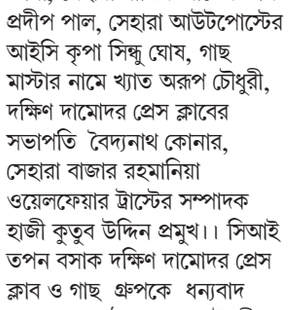

বঙ্গনারী সম্মানে সম্মানিত করা হয় -শান্তনা তরফদার বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও কবিকে। অঙ্কন রত্ন উপাধি প্রদান করা হয় -ড.সৃজীতা কোলে শিশু চিত্র শিল্পী ও বাচিকশিল্পী কেনজরুল স্মৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়- তাপস সরকার, সুমন কোদালী, আহেদা খাতুন ও অঞ্জু মাঝিকে। সমগ্র অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য্য এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন ড.সমীর শীল-রবীন্দ্র গবেষক বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, লেবার কমিশনার -প্রতীক মুখার্জী,কুন্তল অধীকারি-ইতিহাস গবেষক, শিক্ষক, প্রাক্তন এ. ডি.পি.ও সরস্বতী মন্ডল, দিলীপ কুমার প্রামাণিক (কবি, সাহিত্যিক), দেবনারায়ণ দাস- এক্স ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার,সুশান্ত পাড়ুই -বিশিষ্ট ছড়াকার,ড.মহম্মদ আলিখান- বাংলাদেশ বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক),তারক দেবনাথ -বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, বাণি মন্ডল -রবীন্দ্র গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, বিপুল কুমার ঘোষ প্রমুখ।

লিস নদীর বাঁধ ভেঙে চান্দা কলোনির বাড়িঘর জলমগ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: লিস নদীর বাঁধ ভেঙে চান্দা কলোনির বাড়িঘর জলমগ্ন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু। মাঝ আষাঢ় মাসের প্রবল বর্ষনে জলচ্ছাসের ঘটনা ঘটল মাল ব্লকের লিস নদীতে।বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দা কলোনির বাড়িঘর জলমগ্ন। বাসিন্দারা জাতীয় সড়কের উপর এসে আশ্রয় নিয়েছেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার রাতভর কালিম্পং জেলার পাহাড়ি এলাকায় প্রবল বর্ষন চলে।সেই বর্ষনের জলধারা লিস,ঘিস সহ বিভিন্ন নদী দিয়ে সমতল অভিমুখে নেমে আসে। সৃষ্টি হয় লিস নদীতে জলস্ফীতি। প্রবল জলস্রোতের ধাক্কায় লিস নদীর জাতীয় সড়ক ও রেললাইনের মাঝে থাকা গাইড বাঁধের প্রায় ২০-২৫ মিটার অংশ ভেঙে মঙ্গলবার সকালে জলস্রোত ঢুকে পড়ে চান্দা কলোনিতে। বাড়িঘর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বাসিন্দারা জাতীয় সড়কের উপর উঠে আসে। লিস নদীর জলস্রোত চান্দা কলোনিকে ডুবিয়ে পাশের ছোট ভুলিয়া ঝোড়াতে এসে পড়ে। জাতীয় সরকের নিচে ঝোড়ার ছোট প্রবাহ দিয়ে বইতে শুরু। এতে জাতীয় সড়কের পাশে জল জমে সড়ক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি বুঝে যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে মুল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়। কয়েকটি পকলিং মেসিন ও জেসিবি মেসিনের সাহায্যে চ্যানেল কেটে নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বাঁধের ভাঙা অংশে লোহার জাল ও পাথর দিয়ে দ্রুত গতিতে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। বাগরাকোট অঞ্চল তৃনমুল সভাপতি রাজেশ ছেত্রী জানান, নদীর গতিপথ মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়েছে। দরকার হলে আরও জেসিবি নামানো হবে।নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে তারপর জাল ও পাথর দিয়ে বাঁধ মেরামতের কাজও শুরু হবে। মঙ্গলবার সকাল থেকে পাহাড় ও সমতল জুড়ে চলছে বৃষ্টি। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে নদীর পারের মানুষজন। অন্যদিকে তিস্তা নদীর জলচ্ছাসে আবারও জল মগ্ন হয়ে পড়েছে মাল ব্লকের টটগাও বস্তি। বাসিন্দারা এদিক ওদিক সরে আসতে শুরু করেছে।

মোবাইল কোম্পানির রিচার্জ খরচ বৃদ্ধি নিয়ে বিক্ষোভ ডিওয়াইও-র

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কাছে মোবাইল এক অপরিহার্য। বর্তমানে মোবাইল ছাড়া মানুষ অকেজো। মোবাইলে সুখদুঃখ, ভাবভালোবাসা ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার। এতকিছুর ক্ষেত্রে যখন মোবাইলের গুরুত্ব বেড়ে চলেছে সুযোগ বুঝে কোম্পানিগুলিও কোপ মারতে শুরু করেছে। সেরূপ মোবাইল কোম্পানিগুলির মাত্রাতিরিক্ত রিচার্জ ও ডেটা রিচার্জ এর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট পার্টির যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও র ডাকে মুরারই রেলগেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সেইসাথে মোবাইল রিচার্জ ও ডেটা চার্জের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। এদিনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সেমিম আখতার ও সভাপতি হেমন্ত রবিদাস প্রমুখ নেতৃত্ব। নেতৃত্বের বক্তব্য যে,আপনারা সকলেই জানেন মোবাইল ফোন এখন প্রতিটি মানুষের কাছে অপরিহার্য বিষয়। এটার দাম বৃদ্ধির ফলে বেকার যুবক সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষজন নানান সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে অবিলম্বে মোবাইল রিচার্জ সহ ডেটা রিচার্জের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে।

সুকন্যা প্রকল্পে নতুন একাউন্টে প্রথম তমলুক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহিষাদল

আপনজন: ইংরেজীর গত ১৯,২০ ও ২১ জুন ২০২৪,এই তিন দিনব্যাপী ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলে ডাক বিভাগে " সুকন্যা একাউন্ট " খোলার দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে ২১ জুন পি.এম.জি অর্থাৎ পোস্ট মাস্টার জেনারেল এস. এস.কুজুর পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এসেছিলেন। উনার উপস্থিতিতে সুকন্যা একাউন্ট খোলা হয়েছিল। প্রতিটি পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টাদেরকে এই একাউন্টটি খোলার জন্য উৎসাহিত করেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মহিষাদল সাব পোস্ট অফিস নতুন সুকন্যা একাউন্ট খোলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম স্থান অর্জন করে।সাথে সাথে তমলুক ডিভিশনও সুকন্যা একাউন্ট খোলায় প্রথম স্থান অধিকার করে বলে জানিয়েছেন,মহিষাদল সাব পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার অতনু মাইতি। তিনি আরও জানান, মহিষাদল সাব পোস্ট অফিসে সুকন্যা নতুন একাউন্ট ১,১৫৫ জনের খোলা হয়েছে । এবং তমলুক ডিভিশন ৪,৪১৫ জনের নতুন একাউন্ট খোলা হয়েছে।

বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে ডেপুটেশন দেয় আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কর্মী ও সমর্থকেরা। এদিন ডেপুটেশন কর্মসূচির আগে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের তরফে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে শেষ হয় এবং তারপরে তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল লিখিত আকারে জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন জমা করেন। এদিন মূলত সারনা ধর্মকোড লাগু করা, কুড়মি ও মাহাতোদের এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা, আদিবাসী সমাজের সংবিধান ও আইন লাগু করা প্রভৃতি সাত দফা দাবিতে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের সদস্যরা লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা করেন। এই ডেপুটেশন দেওয়ার বিষয়ে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি পরিমল মাড্ডি বলেন, 'আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের তরফে গত ৩০ জুন হুল দিবস উপলক্ষে আজ আমরা ডেপুটেশন কর্মচারীদের শামিল হয়েছি। আমরা আমাদের দাবি পত্র জেলাশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর দাবি রেখেছি।'

ছোট চাক পোকার আক্রমণে মৌমাছি প্রতিপালনে ক্ষতি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সুন্দরবন মধু উৎপাদনে অনেক খানি এগিয়ে।তবে বর্তমানে নতুন এক পোকার উপদ্রবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সুন্দরবনের মৌমাছি প্রতিপালকরা। এই পোকার দাপটে অনেকে মৌমাছি প্রতিপালন ছেড়েও দিচ্ছেন। সম্প্রতি 'স্মল হাইভ বিটল' বা 'ছোট চাক পোকা' যার বিজ্ঞান সম্মত নাম হল এথিনা টুমিডা, সেই পোকার দাপটে কার্যত ত্রাহি ত্রাহি রব এই জীবিকার সাথে যুক্ত মানুষদের। ইতিমধ্যেই এই পোকার আক্রমনের হাত থেকে মুক্তির জন্য গবেষণা শুরু করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। তবে এখনও প্রকৃত সমাধান সূত্র মেলেনি বলেই দাবি তাঁদের। আপাতত নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করে এই পোকার আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপরই বেশি জোর দিচ্ছেন তাঁরা। মৌমাছিপালনের মাধ্যমে মধু ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য উৎপাদন করে একশ্রেণীর যুবসমাজ যেমন রোজগার করে আত্মনির্ভর হয়েছেন, তেমনই পরাগমিলনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে ও এই জগতের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে মৌমাছিরা যে পরিবেশ পরিষেবা দিয়ে চলেছে তাঁরও অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে ভারত মধু উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে আছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাজারহাটে এআরএমসি হাসপাতালের উদ্বোধন

বাইজিদ মণ্ডল ● আমতলা

আপনজন: এলাকায় এই প্রথম একটি অত্যাধুনিক বেসরকারি হাসপাতালের উদ্বোধন হল রাজারহাট নলেজ সিটিতে। এই বেসরকারি হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন প্রাক্তন সংখ্যালঘু মন্ত্রী তথা বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাতগেছিয়া বিধান সভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, নলেজ সিটির কর্ণধার তথা বিশিষ্ঠ সমাজসেবী আব্দুল রব,ও অন্যান্য অতিথি বৃন্দ সহ সকল ডাক্তার বৃন্দ প্রমুখ। প্রায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল তাম্রলিপ্ত মগরাহাট পশ্চিম বিধান সভার অন্তর্গত রাজার হাট এলাকায় উদ্বোধন হল হসপিটালের। হসপিটালের কর্ণধার আব্দুর রব জানান, মানুষদের সেবার জন্য থাকছে পেডেয়ারেস্ট কেয়ার ইউনিট, আই কেয়ার ইন্টেনসিপ কেয়ার ইউনিট, ও টি পি, ডায়ালিসিস ইউনিট, জেনারেল সার্জারি, জেনারেল অর্থপেডিক্স, নিউরো সার্জারি প্রভৃতি।

আলমারি ভেঙে সোনা-রুপোর গয়না চুরি

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: হুগলির নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত পটল পুকুরের একই পরিবারের দু দুটি ঘরের জানালার রড ভেঙ্গে দুটি ঘরের দুটি আলমারি ভেঙ্গে কয়েক ভরি সোনার গহনা এছাড়া রুপোর গহনা এবং নগদ কুড়ি হাজার টাকা একটি পুরাতন মোবাইল ও বক্স এবং পরিবারের জামা কাপড় ইত্যাদি চুরি হয়।প্রসঙ্গত জেসমিনা, বিবি জানালেন তার স্বামী আকবর আলী মোল্লা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সোনা পালিশের কাজ করেন। উল্লেখ্য গত শনিবার দিন জসমিনা বিবির এক আত্মীয়র বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠানে যান। গতকাল রাত্রে এসে ঘরের পরিস্থিতি দেখে চক্ষু চড়ক গাছ। চন্ডীতলা থানায় খবর গেলে পুলিশ চলে আসে।

মধুরকুল হাই স্কুলে শিক্ষকের বিদায় অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার মধুরকুল হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হল ইংরেজি ভাষার শিক্ষক তথা দ্বিভাষিক কবি আশিফ মাসুদ এর বিদায় সংবর্ধনা। এলাকায় জীবন্ত অক্সফোর্ড ডিকশনারি নামে খ্যাত এই শিক্ষক ৩৫ বছর মধুরকুল হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী তথা সহকর্মীরা তাকে চোখের জলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শরৎ কুমার দাস ও আমিনুল হক বিশ্বাস, প্রাক্তন শিক্ষক শফিকুল হাসান বিশ্বাস, আনোয়ারুল ইসলাম, মনজুর হোসেন, ইমদাদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, ফটোগ্রাফার বদরোদ্দোজা আনসারী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্কুলের শিক্ষক আব্দুল্লাহিল কাবি।

রামপুরহাটে চিকিৎসক সম্মাননা দিবস

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: ১লা জুলাই "ডক্টরস ডে" উপলক্ষে রামপুরহাট নিউ টাউনে উদযাপিত হল ডাক্তার সম্মাননা দিবস। "সমাজ দর্পণ মঞ্চ" আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট সাবডিভিশন এলাকার একগুচ্ছ তারকা ডাক্তার। সমাজ দর্পণ মঞ্চ এর পক্ষ থেকে সভাপতি শিক্ষক আব্দুস সেলিম এবং সংগঠনের সেক্রেটারি স্বাস্থ্য কর্মী মীর মনি ডাক্তারদের নিরলসভাবে সেবার ভূয়সী প্রসংসা করেন। উল্লেখ্য, সমাজ দর্পণ মঞ্চ এর উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ডা. আব্দুল করিম তাঁর ১০বছরের কর্ম জীবন এ বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় প্রায় ২৫৫টি ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দুস্থ ছাত্র, অসুস্থ ব্যক্তিকে ছাড়ায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুক্তহস্তে দান করেন।

ছুরি মেরে খুনের চেষ্টা প্রতিবন্ধী দাদাকে!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: প্রতিবন্ধী দাদাকে চাকু মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল ভাইয়ের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত দাদা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে মালদা জেলার পুখুরিয়া থানার চাতর এলাকায়। আক্রান্ত দাদা এনামুল হক বয়স আনুমানিক ৪০ বছর চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেলে। অভিযুক্ত ভাই ফাইজ উদ্দীনের বিরুদ্ধে পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এনামুলের বাবা ও মাকে তার ভাই বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছিল এরই প্রতিবাদ করেছিল দাদা, তখনই তাকে পেটে চাকু মেরে খুনের চেষ্টা করে অভিযুক্ত ভাই বলে জানা যায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুন্দরবন এলাকায় ভয় চন্দ্রবোড়ার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবন তথা রাজ্যে মাত্র ৬ ধরনের বিষধর সাপের দেখতে পাওয়া যায়। ৬ প্রজাতির মধ্যে কালাচ,কেউটে ও গোখরো'র দেখা মেলে সুন্দরবন এলাকায়। এছাড়াও সুন্দরবনের গহীণ অরণে দেখা যায় প্রায় বিলুপ্তি প্রজাতির শঙ্খচূড় সাপকে। সাধারণত এই ৪ প্রজাতির বিষধর সাপ সুন্দরবন এলাকায় দেখা য়ায়। এছাড়া কালাচ,কেউটে ও গোখরো'র কামড়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে। যদিও শঙ্খচূড় সাপের দেখা মেলে না সুন্দরবন সংলগ্ন লোকালয়ে।বিগত করোনা কাল থেকে চন্দ্রবোড়া সাপের উৎপাত বেড়েছে সুন্দরবন সহ সমগ্র জেলাজুড়ে।গত করোনা কালে বাসন্তী ব্লকের সোনাখালি এলাকায় বাসন্তী হাইওয়ে থেকে উদ্ধার হয়েছিল একটি চন্দ্রবোড়া সাপ। প্রায় দুফুট লম্বা এবং হৃষ্টপুষ্ট চেহারার।

ডাক্তার নিগ্রহে কংগ্রেস মেডিকেল সেলের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: চিকিৎসক নিগ্রহ দিনের পর দিনে বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস মেডিকেল সেল। প্রদেশ কংগ্রেস মেডিকেল সেলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শুভ্রজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে বলেন, শুধু আমরা আমদের মেডিকেল সেল থেকে নয় একাধিক চিকিৎসক সংগঠন বারংবার চিঠি করেছি প্রধানমন্ত্রীকেও ডাক্তার নিগ্রহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। তিনি জানান, মণিপুরে চিকিৎসক দিবসের দিনে ডাক্তার বাবুরা চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু একজন গুরুতর রোগী কে ভর্তি করার পরেই বিক্ষোভ আরম্ভ করে রোগীর বাড়ির লোকজন। তারা এক জুনিয়র ডাক্তারকে মারধর করলে হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছে ও ট্রিটমেন্ট শুরু করে দেওয়া হয়েছে। যদিও দাবি রোগীটি ভুগছিলেন অনেক দিন ধরেই। বাড়িতে রেখেই ট্রিটমেন্ট চলছিল। খুব বাড়াবাড়ি হওয়াতে তাকে হাসপাতালে আনা হয়। রোগীর অবস্থা প্রথম থেকেই ভালো ছিলো না এই কথাটা বলাতেই রোগীর বাড়ির লোকজন জুনিয়ার ডাক্তারকে মারধর আরম্ভ করে। মেডিকেল সেলের অভিযোগ, এই অবস্থার জন্য দায়ী বাড়ির লোক। ডাক্তারকে বলর পাঁঠা করা হচ্ছে। তাই তদন্ত দাবি করেন প্রদেশ কংগ্রেস মেডিকেল সেলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক।

ইউরো ২০২৪

কান্না নিয়ে রোনাল্ডো, ‘সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষেরও খারাপ দিন আসে’

আপনজন ডেস্ক: ইয়ান অবলাক যখন ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পেনাল্টিটি ঠেকিয়ে দিলেন, তখন পর্তুগিজ তারকার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হওয়ার পথে। কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।
ম্যাচের পর পর্তুগিজ গণমাধ্যমকে রোনাল্ডো জানান, এটিই তাঁর শেষ ইউরো। স্লোভেনিয়ান গোলকিপার অবলাক পেনাল্টি ঠেকিয়ে দেওয়ার পর রোনাল্ডো হয়তো ভেবেছিলেন, শেষ ইউরো টুর্নামেন্টে তাঁকে এভাবেই বিদায় নিতে হবে! হাঁটু মুড়ে তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন মাঠে। কাঁদছিলেন শিশুর মতো। তাঁর সতীর্থরা সবাই ছুটে যান তাঁর দিকে, সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাঁরাও।
ওই সময় মনে হচ্ছিল, স্লোভেনিয়া কি ইউরোর অন্যতম বড় একটা চমক উপহার দিতে যাচ্ছে? রোনাল্ডোর পর্তুগালকে হারিয়ে স্লোভেনিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে সেটি ইতিহাসই গড়ে ফেলত। রোনাল্ডো যখন পেনাল্টি মিস করলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, রোনাল্ডো নিজেও ভেবেছিলেন, তাঁর মতো একজন কিংবদন্তির ক্যারিয়ারটা দেশের জার্সিতে শেষ হতে চলেছে সম্ভব নিষ্ঠুরতম উপায়ে।
কাল স্লোভেনিয়া ও পর্তুগালের মধ্যকার ইউরোর শেষ ষোলোর ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে ছিল গোলশূন্য। অতিরিক্ত সময়ের ১৫তম মিনিটে পর্তুগাল পেনাল্টি পেয়েছিল। কিন্তু রোনালদো গোল করতে ব্যর্থ হলেন। যদিও টাইব্রেকারে শেষ পর্যন্ত পর্তুগাল জিতে হাসি ফোটাতে পেরেছে রোনাল্ডোর মুখে। টাইব্রেকারে অবশ্য প্রথম শটটা রোনাল্ডোই নিয়েছিলেন। সেটি থেকে গোল করেন। পর্তুগাল জিতেছে অবশ্য গোলকিপার দিয়োগো কস্তার দৃঢ়তায়। টাইব্রেকারে স্লোভেনিয়ার তিনটি শট ঠেকিয়ে দেন তিনি।
কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালকে অবশ্য বড় পরীক্ষাই দিতে হবে। তাদের প্রতিপক্ষ ফ্রান্স। ২০১৬ ইউরোতে ফাইনালে এই ফ্রান্সকে হারিয়েই শিরোপা জিতেছিল পর্তুগাল। টাইব্রেকারে জেতার পর রোনাল্ডো আবারও কেঁদেছেন। সেটি আনন্দে।
রোনাল্ডো গণমাধ্যমকে বলেন, ‘মানসিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষেরও খারাপ দিন আসে। দল যখন আমার কাছ থেকে কিছু চাচ্ছে, তখন আমি পতনের তলানিতে। প্রথমে কষ্টের কান্না, এরপর আনন্দের। একই ম্যাচে আমার দুই অনুভূতি হলো, আনন্দ ও দুঃখ। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আনন্দটা উপভোগ করা। সতীর্থরা দুর্দান্ত খেলেছে। আমরা ম্যাচের শেষ পর্যন্ত লড়েছি। জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। কারণ, আমরা পুরো ম্যাচেই ভালো খেলেছি।’

ইংল্যান্ডের সাউথগেট-যুগ বাঁচিয়েছেন ‘হেই জুড’ বেলিংহাম

আপনজন ডেস্ক: টিক টিক টিক–পরশু রাতে গেলসেনকির্চেনের আউফশালকে স্টেডিয়ামে ডাগআউটে দাঁড়ানো গ্যারেথ সাউথগেটের হৃৎস্পন্দন বোধ হয় এভাবেই ঘড়ির কাঁটার শব্দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ড-স্লোভাকিয়া ম্যাচে যোগ করা সময়ে যে চলছিল সাউথগেটের বিদায়ের ক্ষণগণনাও! রেফারির শেষ বাঁশি শুধু ইংল্যান্ডের বিদায় নিশ্চিত করবে না, একই সঙ্গে যে শেষ হবে সাউথগেটের ইংল্যান্ড-অধ্যায়ও!
এমন পরিস্থিতিতে সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারতেন একজন। ইংলিশ হয়েও যিনি ঠিক ইংলিশ নন। রিয়াল মাদ্রিদের হারার আগে হার না মানা ফুটবলের যে চেতনা, সেটি যে এখন তাঁর রক্তেও! ‘থ্রি লায়নস’ জার্সিতে সেই চেতনাতেই শেষ পর্যন্ত উদ্ভাসিত হলেন জুড বেলিংহাম। স্লোভাকিয়ার চীনের প্রাচীর হয়ে ওঠা রক্ষণ-দেয়াল ভাঙতে যখন অলৌকিক কিছুর দিকে তাকিয়ে ইংলিশরা, তখন সেই অলৌকিকতা নিয়ে হাজির হলেন ‘হেই জুড’খ্যাত বেলিংহাম। তাঁর গোলে ম্যাচে ফেরার পর হ্যারি কেইনের গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইংল্যান্ড। তবে মূল কৃতিত্বটা বেলিংহামেরই।
অবিশ্বাস্য এক ওভারহেড কিকে স্লোভাকদের দাঁতে দাঁত চেপে সামলে যাওয়া রক্ষণ-প্রাচীর এক মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দেন এই মিডফিল্ডার। বেলিংহামের সেই মাটিঘেঁষা ওভারহেক কিক ইংল্যান্ডকে ইউরো স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার সঙ্গে টিকিয়ে দিয়েছে সাউথগেটের চাকরিও।
ইউরো শুরুর আগে সাউথগেট নিজেই বলেছিলেন, ট্রফি জিততে না পারলে ইংল্যান্ডের কোচ হয়ে থাকার আর কোনো সুযোগ তাঁর নেই। ২০১৬ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর চারটি বড় টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ডের ডাগআউটে দাঁড়িয়েছেন সাউথগেট। যেখানে একবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল এবং অন্যবার ইউরোর ফাইনালেও দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কাছে গিয়েও শেষ পর্যন্ত জেতা হয়নি শিরোপা। পরশু রাতেই সেই বেদনা চিরন্তন হয়ে যেতে পারত সাউথগেটের জন্য। কিন্তু বেলিংহামের একটি জাদুকরি মুহূর্ত অন্তত আরও এক ম্যাচের জন্য দীর্ঘায়িত করেছে সাউথগেটের শিরোপা-স্বপ্নকে।
কোচ হিসেবে সাউথগেটের ওপর ইংলিশ ফুটবলের সমর্থক এবং পণ্ডিতরা কখনোই আস্থা রাখতে পারেননি। তাঁর কৌশলগত অবস্থানও বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। চলমান ইউরোও এর ব্যতিক্রম নয়। এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ড ও আক্রমণভাগ নিয়েও উদ্দেশ্যহীন ও এলেমেলো ফুটবল খেলে যাচ্ছে ইংল্যান্ড। সেরা একাদশ কেমন হবে, কিংবা দলের সেরা ফরমেশন কী, সেটাই যেন এখনো খুঁজে পাননি এই ইংলিশ কোচ। এমন পারফরম্যান্সের কারণে খেপেছেন সমর্থকেরাও। যে দলে লা লিগার সেরা খেলোয়াড় বেলিংহাম, প্রিমিয়ার লিগের সেরা খেলোয়াড় ফিল ফোডেন এবং বুন্দেসলিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা হ্যারি কেইন আছেন; সেই দলের হতশ্রী পারফরম্যান্সে হতভম্ভ ফুটবল বিশ্লেষকরাও। অবিশ্বাস্য সব প্রতিভায় ভরপুর দলটির দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সাউথগেটের আছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

ভবানীপুর এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করে কলকাতা লিগে যাত্রা শুরু মোহনবাগানের

আপনজন ডেস্ক: সিএফএল ২০২৪-এর গ্রুপ বি-তে মোহনবাগান এবং ভবানীপুরের মধ্যে খেলাটি ১-১ গোলে ড্র হল মঙ্গলবার, যা উভয় দলকে পয়েন্ট ভাগাভাগিতে বাধ্য করেছে। এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ইস্টবেঙ্গলকে হটিয়ে টেবিলের শীর্ষে উঠে গেল ভবানীপুর।
শুরু থেকেই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ম্যাচটিতে। প্রথম দুই মিনিটেই বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পায় ভবানীপুর। তবে মোহনবাগানের রক্ষণভাগে প্রাথমিক বিপদ কার্যত নস্যাৎ হয়ে যায়। অষ্টম মিনিটে প্রথম গোল করে মোহনবাগান। শিবজিত সিংয় দুর্দান্ত ফ্রি কিক জালে জড়িয়ে মেরিনার্সকে শুরুতেই এগিয়ে দেন। প্রথম গোলটি মোহনবাগানকে উজ্জীবিত করেছিল, যা আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে তাদেরকে এগিয়ে রাখে। তবে, ভবানীপুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দিকে নিয়ে আসে। ২৮ তম মিনিটে ভবানীপুর জিতেন মুর্মুর মাধ্যমে সমতা ফেরায়। উমরের দারুণ প্লেসড ক্রস বক্সের মধ্যে মুর্মুকে খুঁজে পেলে আলতো টোকায় বল জালে জড়িয়ে স্কোরলাইন ১-১ করেন মুর্মু।
গোলটি ভবানীপুরের পক্ষে গতি পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছিল। তারা প্রথমার্ধের বাকি অংশে দখলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যদিও তারা উল্লেখযোগ্য স্কোরিংয়ের সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। প্রথমার্ধের শেষে স্কোরলাইন থাকে ১-১। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মোহনবাগান ফ্রন্টফুটে দাঁড়িয়ে দ্রুত আক্রমণ শুরু করলে ফ্রি কিক অর্জন করে। তবে ভবানীপুরের ডিফেন্সও অনড় ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের অগ্রগতির সাথে সাথে উভয় দলই তাদের স্কোয়াডে নতুন শক্তি সঞ্চার করতে বেশ কয়েকটি খেলোয়াড় পরিবর্তন করেছিল।
উল্লেখযোগ্যভাবে, ভবানীপুর সৃজন মিতেইকে নিয়ে এসেছিলেন, যিনি তৎক্ষণাত তার গতি এবং তৎপরতা দিয়ে প্রভাব ফেলেছিলেন। ৭৪ মিনিটে লিড নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে মোহনবাগান। পাল্টা আক্রমণের পর খুব কাছ থেকে জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ করেন সুহেল ভাট। এর পরে ৭৮ তম মিনিটে আরও একটি ক্লোজ কল হয়েছিল যখন সের্তোকে বক্সের প্রান্তে ফাউল করা হয়েছিল, তবে মোহনবাগান ফলস্বরূপ ফ্রি কিকটি কাজে করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
ম্যাচ যখন শেষ হতে চলল, ততই মোহনবাগানের মিসের বহর বাড়তে থাকে। রাজ বাসফোরের এক ঝলক হেডার দারুণভাবে বাঁচিয়ে দেন ভবানীপুরের গোলরক্ষক প্রিয়ন্ত সিং, যিনি ৯০ মিনিটে বলটি ক্রসবারের উপর দিয়ে ঠেকিয়ে দেন। স্টপেজ টাইমের পাঁচ মিনিট পরেও কোনও দলই জয়সূচক গোলটি খুঁজে পায়নি এবং ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। এই ম্যাচ থেকে ভবানীপুরের দৃঢ় পারফরম্যান্স এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তাদের গ্রুপ বি এর শীর্ষে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে মোহনবাগান মরসুমের অগ্রগতির সাথে সাথে এই ফলাফলটি পরিবর্তন করতে চাইবে। এই লড়াইটি সিএফএল ২০২৪ প্রচারের একটি উত্তেজনাপূর্ণ সূচনা সরবরাহ করেছিল। সামনে আরও রোমাঞ্চকর লড়াই দেখা যেতে পারে কলকাতা লিগে।

মিলারের ক্যাচ নিয়ে সূর্যকুমার, ‘আমি জানি, দড়িতে পা লাগেনি’

আপনজন ডেস্ক: ৩০ বলে ৩০–হাইনরিখ ক্লাসেনের ঝড়ের পর শেষ ৫ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার শিরোপা জয়ের হিসাব দাঁড়িয়েছিল এ রকম। আরও একবার চাপের কাছে ভেঙে পড়ে সহজ এই হিসাবও মেলাতে পারেনি প্রোটিয়ারা। এ ছাড়া আছে ফাইনালের মঞ্চেই বিরাট কোহলির ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। আছে আরও একবার যশপ্রীত বুমরার রোবোটিক বোলিং!
সবকিছুর পরও এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল শেষে কথা হচ্ছে একটি ক্যাচ নিয়ে। হার্দিক পান্ডিয়ার করা ম্যাচের শেষ ওভারের প্রথম বলে সীমানাদড়ির ওপর থেকে ছোঁ মেরে ডেভিড মিলারের সেই ক্যাচ নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব।
অনেকের মতেই সূর্যকুমারের নেওয়া ওই ক্যাচই গড়ে দিয়েছে ম্যাচের ভাগ্য। শেষ ওভারে জয়ের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজন ছিল ১৬ রান। মিলারের ওই শট ক্যাচ না হয়ে ৬ হলে ম্যাচের ফল অন্য রকম হতেও পারত। তখন যে শেষ ৫ বলে ১০ রান লাগত প্রোটিয়াদের।
সূর্যকুমার যাদবের ক্যাচ নেওয়ার দৃশ্যভিডিও থেকে স্ক্রিনশট
শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে রকম কিছু হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি শিরোপা জিতেছে ভারত। কিন্তু ভারতের শিরোপা জয়ের পর সূর্যকুমারের ক্যাচ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উঠেছে বিতর্ক। টিভি রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার ক্যাচটিকে বৈধ ঘোষণা করলেও অনেকেই মনে করছেন, সূর্যকুমারের পা লেগে গিয়েছিল বাউন্ডারির দড়িতে।
ক্যাচটি নিয়ে অবশ্য ম্যাচ শেষে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা বলেছিলেন সূর্যকুমার। এবার তিনি কথা বললেন এটা নিয়ে ওঠা বিতর্কের বিষয়ে। ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে সূর্যকুমার বলেছেন, তিনি জানেন যে তাঁর পা দড়ি স্পর্শ করেনি।
ক্যাচটি নিয়ে বলতে গিয়ে সেই মুহূর্ত সূর্যকুমার তুলে ধরেছেন এভাবে, ‘রোহিত ভাই সাধারণত লং-অনে ফিল্ডিং করেন না। কিন্তু সেই সময় তিনি সেখানে ছিলেন। তাই বলটি যখন আসছিল আমি এক সেকেন্ডের জন্য তাঁর দিকে তাকাই, তিনিও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি দৌড়াতে শুরু করি, লক্ষ্য ছিল ক্যাচটি নেওয়া। তিনি (রোহিত) কাছে থাকলে, বল তাঁর দিকে ছুড়ে দিতাম। কিন্তু তিনি কাছাকাছি ছিলেন না। এরপর ৪ বা ৫ সেকেন্ডে যা ঘটেছে, আমি সেটা ব্যাখ্যা করতে পারব না।’
কিন্তু ক্যাচটি কি ঠিক ছিল বা ক্যাচটি সূর্যকুমারের পা কি বিজ্ঞাপনের কুশনে লেগেছিল? টিভি রিপ্লেতে এটা অতটা স্পষ্ট হয়নি। এ নিয়ে সূর্যকুমার বলেছেন, ‘আমি যখন বলটি মাঠের ভেতরে ঠেলে দিই এবং ক্যাচটি নেই, আমি জানি–আমার পা দড়ি স্পর্শ করেনি। আমি শুধু একটা জিনিস নিয়েই সতর্ক ছিলাম, পা যেন দড়িতে না লাগে। আমি জানতাম, এটা সঠিক ক্যাচ।’

ডুরান্ড কাপের শুরু ও ফাইনাল কলকাতায়

আপনজন ডেস্ক: ডুরান্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ১৩৩ তম সংস্করণ ২৭ জুলাই শুরু হবে। এশিয়ার প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্টের এবারের আসর অনুষ্ঠিত হবে অসমের কোকরাঝাড় ও কলকাতার কোকরাঝাড় ছাড়াও নতুন দুই শহর জামশেদপুর ও শিলংয়ে।
ডুরান্ড কাপ ২০২৪: দল ও টুর্নামেন্টের বিন্যাস
আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, আই-লিগ, আমন্ত্রণমূলক দল এবং সশস্ত্র বাহিনীর স্কোয়াড সহ ভারতীয় ফুটবলের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ২৪টি দল অংশ নেবে।
গত বছরের মতো এ বছরও আন্তর্জাতিক দলগুলো অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাউন্ড রবিন লিগ ও নকআউট ফরম্যাটে ৪৩টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্টে। ২৪টি দলকে ছয়টি গ্রুপে ভাগ করা হবে, যার মধ্যে আটটি দল - গ্রুপ বিজয়ী এবং দুটি সেরা দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দল - নকআউট পর্বে অগ্রসর হবে।
ডুরান্ড কাপ ২০২৪: সময়সূচী এবং ভেন্যু
কলকাতায় তিনটি গ্রুপ এবং কোকরাঝাড়, শিলং এবং জামশেদপুর প্রত্যেকে একটি করে গ্রুপ আয়োজন করবে। ডুরান্ডের তিনটি মর্যাদাপূর্ণ ট্রফি ১০ জুলাই নয়াদিল্লি থেকে শুরু হয়ে ২৭ জুলাই বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (ভিওয়াইবিকে) উদ্বোধনী ম্যাচের আগে কলকাতায় পৌঁছাবে।
টুর্নামেন্ট চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। ৩১ আগস্ট বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হবে ফাইনাল। গত বছর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে রেকর্ড ১৭তম বারের মতো টুর্নামেন্ট জিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বর্তমান ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন।

দায়িত্ব ছাড়তে চাইলেও রোহিতের কল পেয়ে সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন দ্রাবিড়

আপনজন ডেস্ক: গত নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরই ভারত জাতীয় দলের প্রধান কোচের পদ থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তবে অধিনায়ক রোহিত শর্মার কল পেয়ে সে সিদ্ধান্ত বদলে চুক্তি নবায়ন করেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিতকে তাই আলাদা করে ওই ফোনকলের জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন ভারতের সদ্য বিদায়ী প্রধান কোচ।
ওয়ানডে বিশ্বকাপ দিয়ে দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দুই বছরের প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেশের মাটিতে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর আর চুক্তি নবায়ন করতে চাননি দ্রাবিড়। তবে তিনি নিজের সে মনোভাব বদলান রোহিতের কল পাওয়ার পর। ব্রিজটাউনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর দলের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে দ্রাবিড় নিজেই জানিয়েছেন এমন।
বিসিসিআইয়ের প্রকাশিত এক ভিডিওতে দ্রাবিড়কে রোহিতের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, ‘রো (রোহিত), নভেম্বরে আমাকে ওই কল করার জন্য এবং চালিয়ে যেতে বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা আনন্দের ও সৌভাগ্যের ছিল। কিন্তু রো, এ সময়ের জন্য ধন্যবাদ। অনেক সময় আমাদের কথা বলতে হয়েছে, আলোচনা করতে হয়েছে, একমত পোষণ করতে হয়েছে, মাঝেমধ্যে দ্বিমতও হয়েছে। তবে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।’
জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনের সময় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ২০২৩ সালে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিশ্বকাপেও ভারত দলকে ফাইনালে তোলেন দ্রাবিড়। দুটি ফাইনাল হারার পর অবশেষে শিরোপা জেতার পর দ্রাবিড় বলেছেন, ‘আমি সাধারণত ভাষা হারিয়ে ফেলি না। কিন্তু আজকের মতো দিনে, এমন কিছুর অংশ হতে পেরে আসলে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই–আমাকে, আমার কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফকে সবাই যে সম্মান দেখিয়েছে, সদ্ভাব দেখিয়েছে, যে প্রচেষ্টা দেখিয়েছে।’
শিরোপা জয়ের উপলক্ষ উপভোগ করার পরামর্শও দেন দ্রাবিড়, ‘সবাই এ মুহূর্তকে মনে রাখবে। আমরা সব সময় বলি, রান করা বা উইকেট পাওয়াটা ব্যাপার নয়। তোমরা নিজেদের ক্যারিয়ার মনে রাখবে না, কিন্তু এমন মুহূর্তগুলো মনে রাখবে। ফলে চলো সত্যিকার অর্থেই এটি উপভোগ করি।’
এবার শিরোপা জিতলেও দ্রাবিড় যে আর কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন না, সেটি জানিয়ে দিয়েছেন আগেই। ভবিষ্যৎ কোচ হিসেবে দুজনের সংক্ষিপ্ত তালিকাও করে ফেলেছে বিসিসিআই। দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন সাবেক ওপেনার ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর গৌতম গম্ভীর।

বাবা সবজি বিক্রেতা, ছেলে অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা দলে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বাবা এক সামান্য সবজি বিক্রেতা। পরিবারের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মালদার চাঁচলের এমনই এক পরিবারের ছেলে একই সঙ্গে অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা দলে এবং পূর্ব রেলের ক্রিকেট দলে খেলার সুযোগ পেয়ে নজর কাড়ল সকলের। মালদার উদীয়মান ওই ক্রিকেটারের নাম এজাজউদ্দিন। বর্তমানে সে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। বাড়ি চাঁচলের নজরুলপল্লী এলাকায়। বাড়ি বলতে এক চিলতে ভাঙাচোরা টিনের ঘর। সেই ঘরের ছেলে এজাজউদ্দিন ছোটো থেকে টিভিতে মহেন্দ্র সিং ধোনীর খেলা দেখে বড়ো হয়েছে। এবং মনে মনে একজন বড়ো ক্রিকেটার হয়ে স্বপ্ন দেখেছে সে। সেই স্বপ্নই এখন আংশিক পূরণ হতে চলেছে। চাঁচলের উদীয়মান ক্রিকেটার এজাজউদ্দিন একই সাথে অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা দলে এবং পূর্ব রেলের ক্রিকেট দলে খেলার সুযোগ পেয়েছে। তাই এই সুযোগপ্রাপ্তিতে ভীষণ খুশি সে।

কোপা আমেরিকা

স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রকে বিদায় করে শেষ আটে উরুগুয়ে, সঙ্গী পানামা

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় স্বাগতিকদের দর্শক বানিয়ে দিল উরুগুয়ে। কানসাস সিটিতে আজ ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ১-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শেষ আটে উঠেছে ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে। গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে শেষ আটে উরুগুয়ের সঙ্গী হয়েছে পানামা। আজ অরল্যান্ডোতে একই সময়ে অনুষ্ঠিত গ্রুপের অন্য ম্যাচে বলিভিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে মধ্য আমেরিকার দেশটি।
কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ে খেলবে ‘ডি’ গ্রুপের রানার্সআপ দলের বিপক্ষে। অন্যদিকে পানামার প্রতিপক্ষ হবে ‘ডি’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল।
আগামীকাল সকালে ব্রাজিল-কলম্বিয়া ম্যাচের ওপর নির্ভর করছে কারা হবে ‘ডি’ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ। দুই ম্যাচ শেষে ৬ পয়েন্ট নিয়ে কলম্বিয়া আছে গ্রুপের শীর্ষে, ৪ পয়েন্ট নিয়ে ব্রাজিল দুইয়ে। ম্যাচটি জিতে গেলে ব্রাজিল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই উঠবে শেষ আটে। উরুগুয়ে জিতেছে ডিফেন্ডার মাতিয়াস অলিভিয়েরার ৬৬ মিনিটে করা একমাত্র গোলে। গোলটি নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। টিভি রিপ্লেতে মনে হয়েছে অফসাইড পজিশনে ছিলেন অলিভিয়েরা। তবে ভিএআর ভেবেছে অন্যরকম। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রকে কখনোই মনে হয়নি এই ম্যাচটি জিততে পারে। অন্য ম্যাচে হোসে ফাহার্দোর গোলে ২২ মিনিটে এগিয়ে যায় পানামা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**